॥ প্রথম অধ্যায় ॥

॥ উপন্যাসের কাল ॥

উপন্যাস আধুনিক কালের অন্যতম প্রধান সাহিত্য রূপ (Literary type)। (প্রাক্‌ আধুনিক পর্বের কথা সাহিত্য থেকে এর পার্থক্য সূচিত হয় বাস্তবতার প্রয়োগ ও বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিফলনে।) এই সাহিত্য রূপ আবার সম্পূর্ণতা পায় কতকগুলি বিষয়ের সুসমঞ্জস সমন্বয়ে। এ বিষয়গুলিকে বলা যেতে পারে উপন্যাসের দৈহিক ও আত্মিক রূপ নির্মিতির উপাদান। আঙ্গিক গঠনের এ উপাদানগুলির কোনটির কতটা গুরুত্ব সে সম্পর্কে সমালোচক ও তত্ত্ববিদ্‌গণ আজও একমত হতে পারেননি। উপাদান ও গঠন কৌশলগত পরিবর্তন অহরহ হচ্ছে এবং সম্ভবত সে কারণেই উপন্যাসের সংজ্ঞার্থ বা স্বরূপ নিরূপণে এ যাবৎ কোনও সর্ববাদিসম্মত প্রস্তাব বা সিদ্ধান্ত গড়ে ওঠেনি। যুগের অনুবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যতোই আমাদের জীবন ও চিন্তাক্ষেত্র প্রসারিত হচ্ছে, জীবনযাত্রা জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক (দ্বান্দ্বিক বা অন্য প্রকার) নোতুন নোতুন আকার পরিগ্রহ করছে ততোই পুরনো মত পাল্টাচ্ছে, সরল ও একমুখী চিন্তা-ভাবনা বহুমুখী মোড় নিচ্ছে। তারই ভেতর দিয়ে সাহিত্য শিল্পকলা সম্পর্কিত নোতুন নোতুন মতবাদ গড়ে উঠছে। সকল দেশের সাহিত্য-শিল্প সম্পর্কেই একথা সমান সত্য।

উপন্যাসের প্রথম যুগে এমন একটা সময় ছিলো, যখন কাহিনী রচনাই ঔপন্যাসিকের চরম লক্ষ্য বলে গণ্য হতো। তারপর ধীরে ধীরে প্লট বা সুবিন্যস্ত কাহিনী, চরিত্র চিত্রণ, পরিবেশ বা দেশ-কাল পটভূমি, লেখকের জীবন সম্পর্কিত ভাবনা ইত্যাদি উপাদানগুলির যে কোনও একটি বা একাধিক উপাদানের উপর গুরুত্ব আরোপিত হতে থাকলো। বিভিন্ন মতের সার যা দাঁড়ালো তাতে ~~উপন্যাস~~ উপন্যাস গঠনে কাহিনী, চরিত্র, প্লট, ভাষা ব্যবহার, স্থান-কাল পরিবেশ এবং ঔপন্যাসিকের জীবন-ভাবনা বা দৃষ্টিকোণ - সকল উপাদানের প্রভাবই তুল্যমূল্য।

অবশ্য হালের নোতুন ধরণের সমালোচনায় উপন্যাসের গঠন-কৌশল ও ভাষা ব্যবহারই মুখ্য আলোচ্য - কাহিনী, চরিত্র, ভালো লাগা - মন্দলাগার ব্যাপারটা গৌণ ।

বলা বাহুল্য, উপরিউক্ত উপাদানগুলির সমন্বয়ে নাটকও সৃষ্টি হয় । তবে উপন্যাস ও নাটকের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে । উপাদানগত মিল থাকলেও নাটকের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য উপন্যাসে অনুপস্থিত থাকে । অর্থাৎ উপন্যাস পাঠকালে তার দৃশ্যপট সংস্থান পাঠক কল্পনেত্রে দেখতে পান কিংবা অনুমান করতে পারেন কিন্তু তার চাক্ষুষ হবার কোনও প্রয়োজন নেই । উপন্যাসের প্লট, চরিত্র, দেশকালগত আবেষ্টনী সকলই উপলব্ধির বিষয় ।

নাটককে যে আঙ্গিকগত অনুশাসনের বন্ধন মেনে চলতে হয়, উপন্যাস তার থেকে অনেকখানি মুক্ত । প্রত্যক্ষ দৃশ্য সংস্থাপন ছাড়াও স্থান ও কালের ঐক্য রক্ষা করা নাটকের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য হয়ে পড়ে । নাটকে পাত্র-পাত্রীদের উক্তি-প্রত্যুক্তি, চেহারা-বেশভূষা ও দৃশ্যপট প্রদর্শনীর মাধ্যমে দেখানো হয় সময়ের অতিক্রান্তি । সেদিক থেকে উপন্যাসের কোনও বন্ধন নেই, উপকরণাদির গ্রহণ-বর্জন-নির্বাচন ও গুরুত্বদানের ব্যাপারে ঔপন্যাসিক অনেক বেশি স্বাধীনতা ভোগ করেন, কারণ তাঁর গৃহীত ও প্রতিপাদিত বিষয়ের দেশকালগত পটভূমির বিস্তার বেশি । ১

উপন্যাসকে 'Pocket theatre '-ও বলা হয়ে থাকে, এবং তা হওয়াতে উপন্যাসের যথেচ্ছ বিচরণের অবাধ স্বাধীনতা বিদ্যমান । সমালোচক বলেন, একথা কারও অজানা নেই - নাটক রচনায় প্রয়োজন রীতি ও কৌশলের দীর্ঘ প্রাথমিক সাধনা এবং মঞ্চের পরিপূর্ণ জ্ঞান । কিন্তু হাতে কলম, সঙ্গে কালি ও কাগজ এবং অবকাশ ও ধৈর্য থাকলে উপন্যাস রচনা সম্ভব । ২

উপন্যাস কী, এর বৈশিষ্ট্য কী, উপন্যাসের অন্যান্য উপাদানগুলির সঙ্গে কালের সম্পর্ক কী, এর রূপগত বাস্তবতা(formal realism . কথান্তরে স্বভাবানুকারিতা) এবং কালের সঙ্গে সম্পর্ক - লেখকের কালচেতনার স্বরূপ কী - এ সকল প্রশ্নের উত্তর খোঁজার আজও শেষ নেই । উপন্যাসের

উভয়ের যুগে লেখক কিংবা পাঠক কেউই উপন্যাসের তত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামাননি। লেখকেরা তত্ত্ব জেনে নিয়ে সচেতনভাবে তা রূপায়িত করতে উপন্যাসের সৃষ্টিকর্মে অগ্রসর হননি। কারণ উপন্যাসের তত্ত্বই ছিলোনা এবং প্রথম যুগের লেখকেরাও সামগ্রিক উপন্যাস তত্ত্বের রূপরেখা অর্জনে প্রয়াসী হননি। কাব্যতত্ত্ব বা নাট্যতত্ত্ব হাজার হাজার বছরের নিরবচ্ছিন্ন পথ পরিক্রমায় যেরূপ সুদৃঢ় রূপ নিয়ে গড়ে উঠেছিলো উপন্যাস তত্ত্ব সেভাবে গড়ে উঠেনি বা সার্থকতা লাভ করেনি। তাই গুণগত বা পরিমাণগত বা উভয় দিক থেকেই কাব্যতত্ত্ব কিংবা নাট্যতত্ত্বের ~~তুলনায়~~ তুলনায় উপন্যাস তত্ত্ব কিংবা তার প্রয়োগ-যাথার্থ্যমূলক সমালোচনা নিম্নমানের।
নিত্য পরিবর্তনশীলতা, ব্যাপ্তি, সর্বগ্রাহিতা এবং অন্তর্ভেদ-
এর অন্যতম কারণ বোধহয় উপন্যাসের বিষয় ও ভাবকল্পের কালের বিচারে অর্বাচীনতা। প্লেটো(Plato) কিংবা এরিস্টটল(Aristotle)-উভয়ের কেউই কাব্য কিংবা নাটক রচনা না করলেও তাঁদের উদ্ভাবিত কাব্যতত্ত্ব ও নাট্যতত্ত্ব আজও অমর হয়ে আছে। তাঁরা ছিলেন যথার্থই বস্তুদর্শী পন্ডিত, কিন্তু উপন্যাসের উদ্ভব পর্যন্ত সে ধরণের ভূয়োদর্শী পন্ডিত ও তত্ত্ববিদের আবির্ভাব ঘটেনি যার ফলে সর্বজনীন উপন্যাসতত্ত্ব রূপলাভ করেনি। নিছক কথা উপাখ্যানের সীমানা পেরিয়ে যে মুহূর্তে ইংরেজী সাহিত্যে উপন্যাস রচনার সূত্রপাত হলো তখনই সেখানে উপন্যাসের আঙ্গিক তথা নির্মাণ কৌশল বিষয়ে সচেতন যে দু' একজন ছিলেন না তা নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও উপন্যাস তত্ত্ব শতাব্দীর বেড়া ডিঙিয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে এসে কিছুটা দানা বাঁধতে শুরু করে। অর্থাৎ বাংলা ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে যখন উপন্যাস রচনায় নবযুগের সিংহদ্বার উন্মুক্ত হচ্ছিলো তখনও প্রাচ্য কিংবা প্রতীচ্যে উপন্যাস-তত্ত্ব বিশেষ আকার পরিগ্রহ করেনি।

ইংরেজি সাহিত্যে এখন উপন্যাসের তত্ত্ব বা বিশ্লেষণ সংক্রান্ত গ্রন্থের অভাব নেই। কিন্তু তবু কাহিনী, প্লট, চরিত্র, লেখকের দৃষ্টিকোণ প্রভৃতি উপাদান সম্পর্কে আলোচনা যতো ব্যাপক ও গভীর, কাল সম্পর্কিত আলোচনা সে তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। কারণ, কাল বস্তুরূপে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, তা ধারণার বিষয়। অন্য উপাদানগুলোকে যেভাবে ধরা যায় কালকে সেভাবে ধরা যায়না।

দর্শনের দৃষ্টিতে কালের আরম্ভ বা শেষ নেই । কাল শুরুতে কিংবা সমাপ্তিতে কালের মধ্যেই থাকে । কালের বাইরেও কালই থাকে । ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বা বিশ্লিষ্ট না করে তাকে অনুভব করা যায় না । সুতরাং যার অনুভূতিমাত্রই কষ্টসাধ্য তার তাত্ত্বিক এবং প্রায়োগিক বিশ্লেষণ অবশ্যই দুরূহ ও জটিল হতে বাধ্য।

বাংলা সাহিত্যেও উপন্যাসের তত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থের নিতান্ত অভাব, কাল সংক্রান্ত আলোচনার অভাব ততোধিক । উপন্যাসের বাঁধা সরণী বহু সোপান অতিক্রম করে অতি আধুনিক পর্যায়ে পৌঁছে গেছে কিন্তু তার তত্ত্ব আবিষ্কার ও পর্যালোচনা - যতদূর জানি, সদ্য কৈশোর অতিক্রম করতে পেরেছে । বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস রচনা অনেকেই দক্ষ হাতে সম্পন্ন করেছেন; অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ, গুণী সাহিত্যিক - অধ্যাপক - সমালোচক সে পথে রয়েছেন, কিন্তু উপন্যাসের শিল্পবৈশিষ্ট্য ও তার রূপকর্ম সম্পর্কিত আলোচনায় যাঁরা আলোক বর্তিকা হাতে দিশারীর অগ্রণী ভূমিকা পালনে ব্রতী হয়েছেন তাঁদের সংখ্যা খুব বেশি নয় । উপন্যাসের রূপনীতি-প্রকৃতি সম্পর্কিত আলোচনার দুর্লভতার পেছনে সম্ভবত সামগ্রিকভাবে সমাজজীবনের অনিশ্চিত ও দ্রুত রূপান্তর এবং উপন্যাসের কারুকর্মের বৈচিত্র্য একটি বড়ো বাধা ।

উপন্যাসের সংজ্ঞার্থ নির্ণয় সুসাধ্য না হলেও যখন আমরা উপন্যাস পাঠ করি তখন কী দেখি ? "We find here a close imitation of men and manners; we see the very web and texture of society as it really exists, and as we meet it when we come into the world. If poetry has something more divine in it, this savours more of humanity. We are brought acquainted with the motives and characters of mankind, imbibe our notions of virtue and vice from practical examples, and are taught a knowledge of the world through the airy medium of romance." ৩

মোটকথা, উপন্যাস যে জীবনের প্রতিফলন তাতে দ্বিমতের অবকাশ নেই ।

আমাদের আলোচ্য - উপন্যাসের কাল । 'কাল' বা 'সময়' উপন্যাসের

অনাভব ঘটাবে । উপন্যাসের কায়া নির্মিতির মূলে একটি কাহিনী অবশ্যই থাকবে । (চেতনাপ্রবাহ মূলক উপন্যাসের মধ্যেও অনেক সময় কাহিনী আবিষ্কার করা যায় - যদিও সে কাহিনীর মধ্যে প্রায়ই বাহ্যিক ক্রিয়া বা ধারাবাহিকতা থাকে না) । বর্ণিত কাহিনী শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নানা ঘটনায় আবর্তিত হয়ে নানাপ্রকার ঘাত-প্রতিঘাতে অগ্রসর হয় । সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী কোনও বিশেষ স্থানিক পটভূমিকে আশ্রয় করে একথা যেমন সত্য - তেমনই এও সত্য যে উপস্থাপিত চরিত্রগুলি আমাদের প্রত্যক্ষ বা অনুভূতির সময়ের এক চৌহদ্দির গণ্ডীর মধ্যেই ক্রিয়াশীল থাকে । মানুষ সব সময়ই দ্বন্দ্ব লিপ্ত । কখনও সে দ্বন্দ্ব লিপ্ত হয় বাইরের প্রকৃতির নিষ্করুণ, অন্ধ শক্তির বিরুদ্ধে বিমুখ হয়ে মূলের আশ্রয় খুঁজে, কখনও অন্তরের অবদমিত প্রবৃত্তির অসন্তোষ ও বন্যতা এবং দুরন্ত আবেগের বিরুদ্ধে মানসিক বৈকল্য কাটিয়ে স্থিতিশীলতা লাভের উদ্দেশ্যে । সংঘাত পাশ দিয়ে জীবনের কল্পনা সত্য হয় না । সেরূপ সময় ব্যতীত উপন্যাসের অস্তিত্ব কল্পনা অসম্ভব হয়ে পড়ে ।

উপন্যাসের আদি পূর্বসূরী রূপকথা । এই রূপকথা কিংবা উপকথায় (অলৌকিকতাই যার মূল - যার মধ্যে ব্যক্তি-চরিত্রের মর্যাদা ও বিকাশ অস্বীকৃত, যার মধ্যে আধুনিক জীবনযন্ত্রণা ও দ্বন্দ্বমথিত হৃদয়ের মর্মরূপ বিকাশ সম্পূর্ণ অনুপস্থিত) দেশকালাতীত মাহাত্ম্য বিরাজিত । অর্থাৎ তা কোনও বিশেষ কাল-খণ্ডের বাণী বহন না করে সর্বকালের বাণী বহন করে । সেখানে 'কাল' মানুষের চিরায়ত আনন্দ-বেদনা, চাওয়া-পাওয়া, আশা-আকাঙ্ক্ষা-প্রাপ্তি-নৈরাশ্য এবং স্মৃতি ও কল্পনা বিকাশের অনুষঙ্গ বা প্রতীকরূপে বিরাজ করে । রূপকথার কাহিনীতে ~~নি~~ নির্দিষ্ট সময়ের কোনও উল্লেখ থাকেনা; যেটুকু এবং যেভাবে থাকে তার প্রভাব পড়েনা কাহিনী কিংবা চরিত্রে । দিন-মাস-বছরের অনির্দিষ্ট অপরিমেয় কাল যেখানে থমকে দাঁড়িয়ে থাকে, কাহিনী শ্রোতা ও পাঠক-পাঠিকারা নিমজ্জন প্রক্রিয়ায় ঘটনা থেকে ঘটনান্তরে জড়িয়ে পড়ে - ঘটনাকাল বা স্থায়িত্বকাল, ঘটনাসমূহের মধ্যে কালগত ব্যবধান বা সময় অতিক্রান্তির ন্যূনতম ব্যাখ্যাও

অনুক্ত থাকে । কাহিনীর শুরু ও সমাপ্তিকাল জানা যায়না । ঘটনার সম্ভাব্যতা অনুচ্চারিত থাকে । যুগ যুগ অতিক্রম করেও পাত্র-পাত্রীর দেহ-মন জরানিবারিত ও যৌবন অক্ষুন্ন থাকে । অবাধ, অসংযত কল্পনায় চরিত্র বিকাশ লাভ । কিন্তু আধুনিক যুগলগ্নে ব্যক্তিত্বের অনুসন্ধান যখন মুক্তস্বাধীন উপন্যাস- তাকে সুচিহ্নিত কালের আধারে স্থাপিত হতেই হবে ।

সুনির্দিষ্ট কাল-ব্যবহার দ্বারা উপন্যাসকে কাব্য কিংবা রূপকথা থেকে আলাদা করা সম্ভব । কবিতা ও উপন্যাসের পার্থক্য দেখাতে গিয়ে কবি শেলী (Shelley) তাঁর Defence of poetry -তে বলেছেন - " A poem is the very image of life expressed in its eternal truth. There is this difference between a story and a poem, that a story is a catalogue of detached facts, which have no other connexion than time, place, circumstances, cause and effect." [8]

এখানে মূলতঃ গল্পের কথা বলা হলেও উদ্ধৃতিটি উপন্যাস সম্পর্কেও সমভাবে প্রযোজ্য । কবিতা জীবনের প্রতিচ্ছবিরূপে নিত্য সত্যকেই প্রকাশ করে থাকে । সময়হীনতাই তার বৈশিষ্ট্য ।

উপন্যাসের প্রাথমিক উপাদান গল্প বা কাহিনী দাঁড়িয়ে থাকে বিশেষ পটভূমিকা আশ্রয় করে । এই পটভূমি থেকে আলাদা করে নিলে গল্প জীবনঘনিষ্ঠতা হারায় এবং উপন্যাসের মানবত্ব শর্ত পূরণে ব্যর্থ হয় । পটভূমি বলতে শুধু স্থান বোঝায় না, কালও । উপন্যাসে কাল ব্যবহার খুবই দরকার । উপন্যাসে কাহিনী, চরিত্র, স্থান, লেখকের জীবনভাবনা ইত্যাদি কালের সমানুত প্রয়োগে যখন স্থায়ী রূপ পায় তখন পাঠকমনে ঔপন্যাসিকের কালচেতনার স্পষ্ট ছাপ পড়ে । উপন্যাসে সুনির্দিষ্ট কাল পরিকল্পনা ও তার রূপায়ণ থাকে প্রধানত (১) ঘটনার গতিশীলতা (বা স্থায়িত্ব) ও পারম্পর্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে (২) কাহিনী ও চরিত্রের বাস্তবতা ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে (৩) প্লটের দৃঢ়বদ্ধ গঠন ও কার্যকারণগত ধারাবাহিকতা পরিস্ফুট করতে এবং (৪)চরিত্রের

জৈব-মানসিক বিবর্তনের রূপরেখা স্পষ্ট করে তার বিশ্বসাধারণ্য ও সম্ভাব্যতা দেখাতে । এমনও দেখা গেছে, শিল্পরীতির বিচারে দুর্বল রচনা হয়েও সচেতন কালপ্রয়োগে অনেক উপন্যাস সাহিত্য-সংসারে স্থায়ী আসন অধিকার করতে পেরেছে। দৃষ্টান্ত, রবিনসন ক্রুসো ও আলালের ঘরের দুলাল ।

(সাহিত্যকে বলা হয় 'কালের দর্পণ' । দর্শন শাস্ত্রের কাল সদা প্রবহমান, নিত্য, অখণ্ড, অবিচ্ছিন্ন । সাহিত্যের কাল নির্দিষ্ট, খণ্ড, বিচ্ছিন্ন কিন্তু স্থির নয় - সদা চলমান ও বিবর্তনের সাক্ষী । পরিবর্তন জগৎ ও জীবনের ধর্ম এবং কাল-নির্ভর । সমাজ নিত্য ও গতিশীল কিন্তু ব্যক্তি-জীবন অনিত্য, নিতান্তই সীমিত । তা সত্ত্বেও উভয়েরই যাত্রা অতীত থেকে ভবিষ্যতের দিকে, ক্রম অগ্রগতি বা বিবর্তনের পথে । সেদিক থেকে ব্যক্তি ও সমাজ উভয়েই কালান্তরের সাক্ষী । বহমান বিবর্তনধর্মী সমাজ কাঠামোর মধ্যে সীমিত ব্যক্তিজীবনের রূপরেখা অঙ্কনের সুবিধার্থে ঔপন্যাসিকেরা অনন্ত কালস্রোতকে খণ্ড খণ্ড করে দেখেন । ঔপন্যাসিক তাঁর প্রখর দৃষ্টি বা সৃজনধর্মী কল্পনার সাহায্যে রূপান্তরের আসল রূপটি খুঁজে পান । নির্দিষ্ট স্থানসত্তা ও বিচ্ছিন্ন চলমান কালসমূহ সাহিত্যিকের চেতনায় সুস্পষ্ট আকার পায় এবং প্রকাশের আকৃতি অনুযায়ী ঔপন্যাসিক তাঁর কাহিনীর প্রয়োজনে যে কোনও একটি কালখণ্ড বেছে নেন এবং তারই আধারে চরিত্রগুলিকে স্থাপন করেন । তাঁর অভিজ্ঞতায় অতীত ধরা পড়ে তার সমস্ত বর্ণময়তা নিয়ে, তার বর্তমান সমকালীন বাস্তবতার আকারে লেখনীমুখে আঁচড় কাটে । অতীত কিংবা বর্তমানই শুধু নয়, কল্পনা কুশলতায় তিনি ভবিষ্যতকেও অনুমান করতে পারেন । 'তরুণ পুরুষের ... স্বয়ং পুরাণ আবেগ' তাঁর চিত্তকে আলোড়িত করে এবং তিনি তা প্রকাশের ব্যাকুলতা অনুভব করেন । এভাবেই উপন্যাসের মধ্য দিয়ে নির্দিষ্ট কালের বিশেষ চেহারা ফুটে ওঠে ।) উপন্যাস একটি বিশিষ্ট শিল্পমাধ্যম । ঔপন্যাসিকের কাল্পনিক জগতে মানুষের অন্তরের বিচিত্রভাবের ওঠানামা, নানা দ্বন্দ্ব-সংঘাত, গ্রহণ-বর্জনের বিরামহীন প্রক্রিয়া স্থায়ী ছাপ ফেলে এবং তিনি তাকেই রূপায়িত করেন । "বিশ্লেষণ করলেও দেখা যায়, সাহিত্য একটি বিশিষ্ট যুগের চিন্তা, অনুভূতি, ভাবাদর্শ, প্রতীক্ষা, বাস্তবতা এবং সমস্যা-চেতনার বহিঃপ্রকাশ ছাড়া কিছু নয় ।

অন্তর্জগতের পরস্পরবিরোধী ভাবদ্বন্দ্ব কালের প্রভাবে সমন্বিত রূপ নিয়ে বহির্জগতে যখন আত্মপ্রকাশ করে তখনি হয় সাহিত্যের সৃষ্টি ।" ঔপন্যাসিক তাঁর কাহিনী, চরিত্র প্রভৃতি উপাদানগুলি তাঁর সমকালের পারিপার্শ্বিক প্রকৃতি, মানুষ ও ভাব-জগৎ থেকেই আহরণ করেন এবং স্বরূপে তাদের প্রকাশ করেন । সে কাহিনী বা চরিত্রের কোনওটাই স্বতন্ত্র বা কালবিচ্ছিন্ন নয় । প্রাকৃতিক কালের ধারণা হয় বস্তুর রূপান্তরে ও কালান্তরে আর সাহিত্যের কালের ধারণা হয় মূলত অভিজ্ঞতা থেকে । কার্য সংঘটনের পূর্বাপরতা বা ধারাবাহিকতার ধারণা বা জ্ঞান থেকেই অভিজ্ঞতার জন্ম । অভিজ্ঞতা সময়ের মাপে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তু ও অতীন্দ্রিয় ভাব সমূহের সুস্পষ্ট ছাপ বিশেষ । কার্য বা ঘটনার পরিমাণ বা বিস্তার স্থায়িত্ব মাপে চিহ্নিত । আমাদের অভিজ্ঞতায় অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ একই নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহের তিনটি সুবিধাজনক স্তর বা পর্যায় ।

উপন্যাসের বিস্তৃত অঙ্গনে যে সকল ব্যক্তিমানুষ ও সামাজিক মানুষের আনাগোনা তাদের স্থিতি সর্বাংশেই গতিশীল বর্তমান কালে কিন্তু সে সামনে-পেছনে দু'দিক থেকেই অতীত ও ভবিষ্যৎ কালপ্রবাহের সঙ্গে যুক্ত । কালের সঙ্গে এমনভাবেই সে যুক্ত যে সে-কালকে কোনও মতেই সে অস্বীকার না করে পারেনা । কালের শাসনকে সে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয় । দেখা যাবে, ব্যক্তি যেমন কালনির্ভর - কাল তার আকার দেয় - অন্তত তার চরিত্র গড়নে কালের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই সেও কালের বুকে আপন স্ব পদচিহ্ন এঁকে দেয় । কালগত বিশেষ রূপ, স্বভাব - বৈশিষ্ট্য ও প্রবণতা পরিবর্তনে ব্যক্তির ভূমিকাও অবশ্য স্বীকার্য যদিও প্রাকৃতিক কার্যকারণ পরম্পরার ক্ষেত্রে ব্যক্তির ভূমিকা নিতান্ত গৌণ । অর্থাৎ ব্যক্তি শুধু রূপান্তরের সাক্ষী হয়েই থাকেনা, নিজেও রূপান্তর সাধন করতে পারে । ঔপন্যাসিক জীবনসাধনা ফুটিয়ে তুলতে সমসাময়িক দেশকালের আধারে পারস্পরিক এই প্রভাব (দ্বন্দ্ব ?) ও তার পরিণতির অকৃত্রিম পরিচয় তুলে ধরেন ।

ঔপন্যাসিক একাধারে স্রষ্টা ও দ্রষ্টা । তিনি স্ব-কালকে দেখেন, কিন্তু কিছু দূর থেকে দেখেন - নির্লিপ্ত ভঙ্গীতে । তাঁর চোখে যুগোচিত ভাব ও অভাব (কারণ শুধুই বর্তমানে সামগ্রিকতা নেই । জীবনের সমগ্ররূপ ত্রিকালে ব্যাপ্ত ;

বর্তমানে ব্যক্তির সত্তা পুরীশকহীন জীবনের খণ্ডাংশে) - দুইটিই ধরা পড়ে। কালপ্রবাহে ভাসমান সেই সকল আদর্শকেই রূপদান করেন তিনি যা কালান্তরে টিকে থাকে। অর্থাৎ তাঁর রূপায়িত আদর্শগুলো সমকালের হয়েও নিত্যকালের, পরিবর্তনশীল হয়েও শাশ্বত। লক্ষণীয় যে, সমকালকে বাদ দিয়ে এটাকে পাওয়া যায়না। লেখক যেমন দূরকালকে চিত্রিত করেন তেমনই তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও স্পর্শময় অনুভূতিতে দূর ভবিষ্যৎও বর্তমানের মধ্যেই তার আনন্দ-বেদনা, চাওয়া-পাওয়া সহ অবিকল প্রকাশিত হয়ে থাকে। অতএব সাহিত্য বলি তাকেই যা সৃষ্টিধর্মী, শুধু বর্তমানের ভক্তি-প্রত্যক্ষতার ধূম-ধূলি সমাকীর্ণ পরিবেশের দূরত্বের মধ্যেই যা নিঃশেষ হয় না, যা ভাবনার আলোক আলোয় এবং সদা চলমান ত্রিকালের মহাব্যাপ্তিকে স্পর্শ করতে সক্ষম হয়। অতএব উপন্যাসের লেখক এই ব্যাপক কাল পরিচয়কেই ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস পান। কাল-সচেতন লেখক এভাবেই সমকালে দাঁড়িয়ে ত্রিকালকে মূর্ত করেন। উপন্যাসের ক্ষেত্রে এই ত্রিকাল অতীত বা ঐতিহাসিক কাল, বর্তমান বা সমকাল এবং ভবিষ্যৎ বা অনাগত কাল। অনাগত কাল, কল্পনার কাল যা চরিত্রের চিন্তাস্রোতের মধ্য দিয়ে প্রবহমান থাকে। স্মৃতি এবং অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অতীত ও বর্তমানের ধারণা করা সম্ভব। অতীত থেকে ভবিষ্যৎমুখী প্রাকৃতিক কালপ্রবাহ চরিত্রের চেতনায় যে রূপ পায় তাকই নামান্তর মনস্তাত্ত্বিক কাল। এখানে চরিত্র ক্রিয়াশীলতার নিচাতে স্থির থাকে, শুধু তার মানস পরিক্রমা ঘটে।

উপন্যাসের কাল সম্পর্কে তত্ত্ববিদ্গণের ধারণা কী? এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখতে চাই সাধারণভাবে উপন্যাসের ঘটনা নির্মাণে কালের ভূমিকা কতোটা, চরিত্রসৃষ্টিতে কাল চেতনার প্রভাব কীভাবে কার্যকরী হয়, উপন্যাসের কালোত্তীর্ণ হবার লক্ষণ কোথায় লুকিয়ে থাকে এবং উপন্যাসে
^ সঙ্গে প্রাসঙ্গিক। বস্তুত, ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে উপন্যাসের
কালানৌচিত্য কী এবং কেন তা উপন্যাসের ^ সময় সম্পর্কে কোনও বিশিষ্ট চিন্তাধারা গড়ে ওঠেনি। উপন্যাস কালের সামগ্রী হওয়ায় কাব্যতত্ত্ব বা নাট্যতত্ত্বের প্রবক্তাগণ কাব্য বা নাটক সম্পর্কে যে তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন তার নিরিখে উপন্যাসের কালের বিচার সম্ভব নয়। নাটকের সঙ্গে উপন্যাসের আঙ্গিকগত কিছু সাদৃশ্য থাকায় নাট্যতত্ত্বে কাল সংক্রান্ত মত কিছুটা উপন্যাসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কিনা - তেবে দেখা যেতে পারে।

যেহেতু প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য তত্ত্ব বা সমালোচনা সাহিত্যে অপেক্ষাকৃত নবীন সাহিত্যরূপ উপন্যাস কিংবা তার কালপ্রয়োগ সম্পর্কে কোনও বিশেষ বক্তব্য নেই তাই পাশ্চাত্য, বিশেষ করে ইংরেজি উপন্যাস তত্ত্বের বা এতে উল্লিখিত কাল সম্পর্কিত আলোচনার দ্বারস্থ আমাদের হতেই হয় । তবে মূলতঃ তার নিরিখেই বঙ্কিমকে বিচার করতে যাওয়া শোভন বা সংগত নয় । উপন্যাসে কালের ব্যবহার ও তার তাৎপর্য আবিষ্কার করা মাত্রই আমাদের লক্ষ্য । অধ্যাপক বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য যেমন বলেন যে, যাঁরা বলেন আমাদের প্রাচীন সাহিত্য আলোচনার মাপকাঠিতে বর্তমান সাহিত্যের বিশ্লেষণ সম্ভব নয় এবং যাঁরা বলেন প্রাচীন ইউরোপীয় সাহিত্য সমালোচনার ধারা কালান্তরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যুগোপযোগী বিকাশ লাভ করেনি - উভয় দলই ভ্রান্ত, তা পুরোপুরি সত্য বলে আমাদের মনে হয়না । কারণ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য তত্ত্ব যে যে বিষয়ের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল, পরবর্তী সময়ে তার পরিবর্তন এবং নোতুন বিষয়ের সংযোজন আমরা লক্ষ্য করি । অন্যদিকে ইউরোপীয় সাহিত্য-সমালোচনার ধারায় অতীত ও বর্তমানের অবিচ্ছিন্ন লক্ষ্য করা গেলেও যে সমালোচনা সাহিত্যের মূল অবলম্বন এ্যারিস্টটল-এর কাব্যতত্ত্ব । অধ্যাপক ভট্টাচার্য বলেছেন - "আমাদের প্রাচীন আচার্যগণ সাহিত্যের যে স্বরূপ নির্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন, সাহিত্যের যে উদ্দেশ্য তাঁহারা স্পষ্টরূপে নির্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন, এক কথায় যেভাবে তাঁহারা ~~সমালোচনা~~ সাহিত্যের বিশ্লেষণ করিয়া দিয়াছেন, তাহা কোনো নির্দিষ্ট কালের বা দেশের পরিধির মধ্যে আবদ্ধ নহে, তাহা সর্বকালের সর্বদেশের সাহিত্যের গুণাগুণ নিরূপণ করিবার শাশ্বত মানদণ্ড স্বরূপ ।"[৬] এর পরেও একথা অনস্বীকার্য যে সাহিত্যের সকল প্রশাখা অনুপুঙ্খ বিচার বিশ্লেষণ করতে গেলে ভারতীয় সমালোচনা সাহিত্য পর্যাপ্ত নয় । একই সঙ্গে স্বাতন্ত্র্য ব্যক্তিত্ব (বা বিশেষ মর্যাদা) ও সর্বজনীনতা পেতে হলে আধুনিক ইউরোপীয় সমালোচনার সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় বিচার পদ্ধতির সঙ্গতি বিধান করা একান্ত দরকার । প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য সমালোচনার ধারা মুখ্যতঃ সৌন্দর্যবাদ ও রসতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত । মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ সাহিত্যের মূলে সেই সৌন্দর্যতত্ত্বের ব্যাখ্যা দিয়েছেন । তিনি বলেছেন যে, সৌন্দর্য দেশকালের সীমা পেরিয়ে যায় । দেশকালের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ সৌন্দর্য খণ্ড, তা সাময়িক আনন্দ দিতে পারে; তাই সে আনন্দ অপূর্ণ । 'সুন্দরের পিয়াসী' কবি-আত্মা খণ্ডকালের সঙ্কীর্ণ

গণ্ডী পেরিয়ে অনন্তকালের অসীম সৌন্দর্যের আস্বাদন কামনায় ও স্থায়ী আনন্দ লাভে প্রয়াসী হয়। পূর্ণ সৌন্দর্যের প্রকাশ অন্য-নিরপেক্ষ। তার অভিব্যক্তি স্বতঃস্ফূর্ত। তাঁর মতে, মানুষের দুই রূপ। Individual (বিশেষ) এবং Universal (সর্বজনীন)। দৃষ্টির বিভিন্নতায় এদের মধ্যে বিভিন্নতা ফুটে ওঠে। কালাতীত সৌন্দর্য কালের সীমায় আবদ্ধ হলে তার রূপের ভিন্নতা ঘটে।[৭] সংক্ষেপে বলতে গেলে, সাহিত্যে কাল সম্পর্কে এর চেয়ে খুব বেশি আলোচনা হয়নি। প্রাচীন পাশ্চাত্য সাহিত্য তত্ত্ব সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য।

প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক পণ্ডিত এ্যারিস্টটল তাঁর পোয়েটিক্স বা কাব্যতত্ত্ব গ্রন্থে খুব সামান্য হলেও ট্র্যাজেডি সম্পর্কিত আলোচনায় সময়ের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি সম্ভবত এ ব্যাপারে তাঁর গুরু প্লেটোর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। প্লেটোই সর্বপ্রথম কলাকৌশলগত ঐক্যের কথা উচ্চারণ করেছিলেন। "সময়-ঐক্য সম্পর্কে পোয়েটিক্সে যে মন্তব্য করা হয়েছে তা' করা হয়েছে মহাকাব্য এবং ট্র্যাজেডির দৈর্ঘ্যগত পার্থক্য নির্দেশ প্রসঙ্গে। মহাকাব্যে বহুদিবসব্যাপী ঘটনাকে উপস্থাপিত করা যায় বলে ঘটনার কাল ব্যাপ্তি সীমাহীন। কিন্তু নাটক তো দৃশ্যকাব্য, সেখানে 'অনেকদিন নির্বর্তকথা' সম্প্রযোজনা (অনেকদিন নির্বর্ত-কথায় সম্প্রযোজিত:) করা অসুবিধাজনক বলেই বর্জনীয়। এ্যারিস্টটল লিখেছেন - 'Tragedy - endeavours as far as possible, to confine itself to a single revolution of the Sun or but slightly to exceed this limit,...... though at first the same freedom was admitted in Tragedy as in Epic poetry.'

ওই মন্তব্যের ভিত্তির উপরেই "কাল-ঐক্য" সূত্র গড়ে উঠেছে।"[৮] মহাকাব্য এবং ট্র্যাজেডি - উভয়ের সঙ্গেই যদিও উপন্যাসের সাদৃশ্য রয়েছে তা সত্ত্বেও সাম্প্রতিক বা পুরনো উপন্যাসগুলিতে এ ধরণের ঐক্য লক্ষ্য করা যায়না। তখনও সকল ক্ষেত্রে স্থান বা কাল-ঐক্য ছিলনা। এ্যারিস্টটল নিজেও এ সম্পর্কে খুব গুরুত্ব দেননি। সময়ের উল্লেখ করলেও তিনি ঘটনা বা ক্রিয়াকেই মুখ্য ধরেছেন, সময়কে দেখেছেন আনুষঙ্গিক রূপে। কাহিনীর প্রয়োজনে কালের

ব্যবহার হওয়া উচিত। কাহিনীকাল যেন অতিব্যাপ্তি বা অব্যাপ্তি দোষদুষ্ট না হয় - অ্যারিস্টটল-এর বক্তব্যের সার কথা এটাই।

অ্যারিস্টটলের জন্মের প্রায় দু'হাজার বছর পর পাশ্চাত্যে উদ্ভব হয় উপন্যাসের। এর মূলে রয়েছে বিশেষ কালপ্রেরণা। একদিকে নবজাগ্রত reading public -এর প্রবল অনুসন্ধিৎসা ও পাঠস্পৃহা এবং অন্যদিকে যু- অর্বাচীনকূল মুক্ত ব্যক্তিস্বরূপে-ও নিজেকে আবিষ্কারের নেশায় এর উদ্ভব ত্বরান্বিত হয়। প্রত্যেক বিশেষ করে বাংলা সাহিত্যে এর জন্ম হয় আরও পরে - উনবিংশ শতাব্দীর আধুনিক জীবন-পরিমণ্ডলের মধ্যে যখন থেকে আধ্যাত্মিকতা ও যৌথ চিন্তার পরিবর্তে বিশ্ববীক্ষা (বিশ্বপ্রকৃতি বা physical world সম্বন্ধে কৌতূহল ও অন্বেষণ) ও ব্যক্তিচিন্তা বা ঐহিকতা প্রাধান্য বিস্তার করতে থাকে। তার সে যুগে আবির্ভাব পাশ্চাত্যের ধারাকে অনুসরণ করেই। কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার খুব সুন্দর বলেছেন - উনিশ শতকে বাংলা সাহিত্যে যে উদার পুনরভ্যুদয় ঘটেছিল সে সাহিত্যের "দেহ ও প্রাণধর্ম দেশেরই মাটির বাহিরে আসিয়াছিল কেবল সঞ্জীবনী ভাবপ্রেরণা।"[৯]

ইংরেজি উপন্যাস সৃষ্টির প্রথম যুগে রিচার্ডসন ও ফিল্ডিং উপন্যাসে সময় ব্যবহার সম্পর্কে বেশ সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁদের চিন্তাধারার সুস্পষ্ট রূপায়ণের মধ্য দিয়ে উপন্যাসের কাহিনী গঠন ও চরিত্র সৃষ্টিতে সময়ের গুরুত্ব স্বীকৃত হয়েছে। তাঁদেরও পূর্বে ডিফোর উপন্যাসে তাঁর সমকালীন সমাজ রাষ্ট্রীয় প্রেক্ষাপট, জীবনধারা, যুগোচিত ধ্যানধারণা ও কর্মপ্রবাহ সব মিলে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবহারে তাঁর যুগোপযোগী স্বচ্ছ চেতনার অভ্রান্ত স্বাক্ষর মুদ্রিত হয়েছে। তত্ত্ব এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে সময়চেতনা যুগে যুগে রূপ বদল করেছে। বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমের উপন্যাসে কালের প্রয়োগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বিস্ময়ের কথা, চিন্তার রাজ্যে মহিমান্বিত রবীন্দ্র হয়েও উপন্যাসের কাল সম্পর্কে তাঁর বিশেষ চিন্তাভাবনার প্রকাশ নেই।

আয়ান ওয়াট স্পষ্ট করেই বলেছেন[১০] - প্রাচীন, মধ্যযুগীয় এবং রেনেসাঁসের সাহিত্য অপেক্ষা উপন্যাসে সময়ের ভূমিকা ভিন্নতর। তাও চরিত্র

ঘটায় ট্র্যাজেডির ঘটনার সীমাবদ্ধতা তথা কালৈক্য সূত্র প্রকৃতপক্ষে মানবজীবনে সাময়িক মাত্রায় বা ব্যক্তির গুরুত্বের স্বীকৃতি । কারণ, প্রাচীন গ্রিকদের ধারণা অনুসারে, বাস্তবতা সময়হীন চিরন্তনতায় বিদ্যমান । অর্থাৎ অস্তিত্ব বিষয়ক সত্যতা একদিনের বা সমগ্রজীবনের ব্যাপ্তিতে পরিপূর্ণভাবে উদ্ঘাটিত করা যায় । বস্তুত, রেনেসাঁসের পরে ব্যক্তিমানুষ তার 'অস্তিত্ব' সম্পর্কে পূর্ণ সজাগ হতে শুরু করে । এমনকি, শেক্সপীয়রের ঐতিহাসিক অতীতকালের ধারণা আধুনিক ধারণা থেকে ভিন্নতর । শেক্সপীয়রের নাটকের মধ্যেও সুখের আশা - আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ - বেদনার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় । অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ঐতিহাসিক বস্তুনিষ্ঠা এবং অতীত ও বর্তমানের ভেদ সম্পর্কে গভীর চেতনা - বিকাশ লক্ষ্যে পড়ে । উক্ত সময়ে দর্শন ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে লক ও নিউটন স্ব স্ব দৃষ্টিকোণ থেকে সাময়িক প্রক্রিয়াকে নোতুন ভাবে ব্যাখ্যা করেন । বস্তুর গমনের প্রতিটি ধাপ গণনা এবং মনের প্রতি মুহূর্তের ভাবনাকে সময়ের আলোকে দেখার প্রবণতা শুরু হওয়াতে সাহিত্যেও তার অনিবার্য প্রভাব পড়ে । নানা ত্রুটি সত্ত্বেও উপন্যাসে আধুনিক সময়ের ধারণা(কাহিনীক্রমতা ও ঘটনাসংযোগ) প্রয়োগে ডিফো (যদিও ডঃ উজ্জ্বল কুমার মজুমদার বলেন, "ডিফোর উপন্যাসে 'সময়' - চেতনা নেই । কেবল ঘটনার পর ঘটনা সাজানো চলেছে কালানুক্রম মেনে, কিন্তু সময়ের যে ভাব উপন্যাসে বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিত তৈরী করে তার কোনো প্রভাবই ডিফোর উপন্যাসে স্বীকৃতি পায়নি ।" দ্র. উপন্যাসে জীবন ও শিল্প, পৃ. - ১৫) অগ্রপথিক । তাঁর বর্ণিত ঘটনায় স্থান ও কাল নির্দিষ্ট ।

রিচার্ডসন তাঁর কাহিনীর ঘটনাগুলিকে নজীরবিহীন বা অভূতপূর্ব (unprecedented) বিশুদ্ধ কাল-পরিকল্পনার মধ্যে স্থাপন করাতে খুবই যত্নবান ছিলেন । ফিলডিং তাঁর উপন্যাসগুলিতে সময়ের সমস্যাকে অধিকতর বাস্তব ও প্রথাগত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছিলেন । কিন্তু ব্যতিক্রম বাদে তাঁর

উপন্যাসের প্রায় সকল ঘটনাই সময়ের পারম্পর্যে গ্রথিত (বস্তুত, ঘটনা সর্বদাই সময় অনুক্রম মেনেই চলে।)। তত্ত্ব বিশ্লেষণ অপেক্ষা প্রয়োগের দিকেই এঁদের দৃষ্টি ছিল বেশি। এঁদের পরে আরও দু'একজন তাত্ত্বিক উপন্যাসে সময়ের ব্যবহার ও গুরুত্ব বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন। বেশির ভাগ আলোচনাই ছিল খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ। ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত মোটামুটি এরূপ অবস্থাই অব্যাহত। এত প্রবল যে ইংরেজি উপন্যাসের ধারাতেও বিশ শতকের পূর্বে কোনও বিশিষ্ট সময়চেতনার স্ফুরণ নেই।

বস্তুতপক্ষে, বিশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশক থেকেই সময় সম্পর্কে ধারণা পাল্টাতে শুরু করেছে। পূর্বেকার ভাববাদী-প্রকৃতিবাদী দর্শন ও সাহিত্য চেতনার স্থলে একদিকে বস্তুবাদ(সরল ও দ্বন্দ্বমূলক) এবং অন্যদিকে মনোবিশ্লেষণমূলক ভাবধারার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে এবং এদের অনিবার্য প্রভাব পড়ে/ সমকালীন উপন্যাস(বিষয়বস্তু প্রকরণের ব্যাপারে) ও বাংলা সাহিত্য শাখা উপন্যাসের উপর। মার্কসীয় সমাজতাত্ত্বিক(সমাজতান্ত্রিক ?) চিন্তাধারা এবং ফ্রয়েড, য়ুং প্রভৃতি প্রচারিত ও বিশ্লেষিত মনঃসমীক্ষণ(psycho-analysis), উইলিয়াম জেমস কথিত চেতনাপ্রবাহ ইত্যাদি উপন্যাসের কাহিনী ও চরিত্রচিত্রণের ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। পরিণামে, উপন্যাসের উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায় মানবমনের জটিল ও গভীর রহস্যের অনুসন্ধান ও বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তার উপর আলোক সম্পাত করা।

মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের (Psychological novel) রচয়িতারা ঘটনার মধ্য দিয়ে চলমান বাস্তব সময় প্রবাহকে উপেক্ষা করে' চরিত্রের ~~মনের~~ চেতনার মধ্য দিয়ে সময়কে দেখার চেষ্টা করেছেন। কবি যেমন হঠাৎ' আত্ম-উদ্ঘাটন বা আত্ম-আবিষ্কার করেন এবং বলে ওঠেন - 'আমারই চেতনার রঙে পান্না হলো সবুজ', কিংবা 'রূপনারায়ণের কূলে জেগে উঠিলাম| জানিলাম এ জগৎ ~~[illegible]~~ স্বপ্ন নয়' চরিত্রের আত্ম-আবিষ্কারও তেমনি। প্রকৃত তথ্য হলো এই যে, ঔপন্যাসিকগণ যে জগৎ সৃষ্টি করেন সে জগৎ ঠিক বাস্তব নয় - বাস্তবতার প্রতিরূপ বা মায়া(illusion of reality)। যা ঘটে' থাকে তা-ই তাঁরা চিত্রিত করেননা, যা ঘটতে পারে~~না~~ বা পারতো তাঁরা তারও

ইঙ্গিত দেন । মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসে(উত্তম পুরুষে) তাঁরা প্রায়শঃই উপন্যাসের চরিত্র বিশেষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে মনের কথা প্রকাশ করেন । সেজন্যে সময়ের প্রয়োগে কাহিনীর কার্যকারণ পরম্পরার পরিবর্তে চরিত্রের দিকেই তাঁদের দৃষ্টি অধিক নিবদ্ধ । ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকেও চরিত্রগুলির চেতনাস্রোতের অনুসরণ করে' তাঁরা কাল-বিপর্যয় ও চরিত্রের পরিবর্তন লক্ষ্য করেন এবং উপন্যাসে থাকে তারই রূপায়ন । (শেষ অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা আছে ।) চেতনাপ্রবাহের উপর গুরুত্ব দিলেও তাঁরা তাঁদের উপন্যাসে গল্পের অস্তিত্বকে একেবারে অস্বীকার করতে পারেননি । [১১] পরবর্তীকালের ঔপন্যাসিক ও তাত্ত্বিকেরা উপন্যাসের গল্পহীনতায় আস্থা রাখতে পারেননি, কিন্তু সেই গল্পসূত্র রচনায় সময়ের ভূমিকা সম্পর্কে তাঁরা প্রায়ই নীরব ছিলেন । সাম্প্রতিক উপন্যাসেও আবার সময়-বিন্যস্ত গল্প দেখা যাচ্ছে ।

এক অধ্যায়ে উপন্যাসের রূপগত বা প্রথাগত বাস্তবতার(Formal realism) সঙ্গে সময়ের সম্পর্ক বিষয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে দার্শনিক লক ব্যক্তিগত অভেদকে সময়ের স্থায়িত্বের মাধ্যমে চেতনার একরূপে ব্যাখ্যা করেছিলেন । ব্যক্তি তার অতীত চিন্তা ও কার্যাবলীর স্মৃতির মধ্য দিয়ে তার নিরবচ্ছিন্ন একত্বের সংস্পর্শে আসে । হিউমও বলেছিলেন, যদি আমাদের স্মৃতি না থাকতো তবে কার্য-কারণ সূত্রের কোনও ধারণাই আমাদের থাকতোনা । ফলে, ব্যক্তিসত্তা গঠনকারী যে কার্য ও ফলের সৃজন তাও জানতামনা । এই ধরণের দৃষ্টিকোণ উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য, স্টার্ন থেকে প্রুস্ত পর্যন্ত অনেক ঔপন্যাসিক ব্যক্তিত্বের এই [redacted] আবিষ্কারকে তাঁদের আলোচনার বিষয় করেছেন যে ব্যক্তিত্ব বা অস্তিত্ব ব্যাখ্যাত হয়েছে এর বর্তমান ও অতীত আত্ম সচেতনতার ব্যাখ্যার মধ্যে । লক কর্তৃক গৃহীত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের নীতি নির্দিষ্ট দেশকালের একটি বিন্দুতে অস্তিত্বমূলক । তিনি বলেছিলেন - ভাব বা ধারণাগুলি তখনই সাধারণীকৃত হয় যখন এগুলি থেকে দেশ-কাল বিচ্ছিন্ন করা হয় । আর ভাবগুলি ঐ দুটো উপাদানের উল্লেখে বিশেষ রূপ পায় । অনুরূপভাবে উপন্যাসের চরিত্রগুলি স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত বা ব্যক্তিত্ব চিহ্নিত হতে পারে যদি সেগুলি বিশেষ স্থান ও কাল

97891

3 JUN 1988

পটভূমিতে স্থাপিত হয়।[১২]

বলা বাহুল্য, উপন্যাসের গঠনে এই ব্যাখ্যা সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। পূর্বেকার ফিকশন অপেক্ষা উপন্যাসের দুটি Time-dimension বা সময় মাত্রা দিয়ে আলাদা করা যায়। সময়ের প্রবাহে কার্য-কারণ সূত্র পূর্বেকার আকস্মিক ও অদ্ভুত যোগাযোগকে বাতিল করে দেয়। এভাবে সুনির্দিষ্ট দেশ-কাল ও কার্য-কারণ শৃঙ্খলার ব্যবহারে উপন্যাসের গঠন সম্ভব হয়। শুধু দুটি নয়, চরিত্র-চিত্রণের ক্ষেত্রেও সময়-সূত্র ব্যবহারের উপর জোর দেওয়া বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, চেতনা-প্রবাহ উপন্যাস সরাসরি কালগতির প্রবাহের সংযোগের অন্তরালে ব্যক্তি-মানসে যা ঘটে তার প্রত্যক্ষ অভিপ্রকাশের অভিপ্রায় ব্যক্ত করে, কিন্তু সাধারণভাবে উপন্যাস সময় প্রবাহে চরিত্রের অগ্রগতি প্রদর্শনেই বেশি আগ্রহী।

ই.এম.ফর্স্টার বলেছেন,[১৩] সময় ছাড়া কোনও উপন্যাস রচনা সম্ভব নয়। "No novel could be written without it" গল্প উপন্যাসের প্রাথমিক উপকরণ। গল্পের উৎপত্তি হয় সাধারণভাবে কৌতূহলের সূত্র ধরে। অনিবার্য কৌতূহল (পাঠক-শ্রোতার) লেখক বা বক্তাকে টেনে নিয়ে যায় 'তারপর কী হলো' তার নিবৃত্তির মাধ্যমে পরিণতির দিকে এবং এভাবেই সম্পূর্ণতা পায় গল্প বা কাহিনীবৃত্ত। এই গল্প হল - "Narrative of events arranged in their time-sequence....." আমাদের দৈনন্দিন জীবন সময়-জ্ঞানে পূর্ণ থাকে। আমরা ধরে নিই একটি ঘটনা অপর একটি ঘটনার পূর্বে বা পরে ~~সংঘটিত~~ সংঘটিত হয় এবং আমাদের সেই অনুমিতির ভিত্তিতেই কাহিনীর কথা ও কার্য অগ্রসর হয়। পূর্বাপরতা ব্যাপারটা কালেরই অর্থ। ঘটনার পারম্পর্য তাই কালনির্ভর। সাধারণের দৃষ্টিতে কালের স্বরূপ এই। অভিজ্ঞতা যদিও বহির্জাগতিক বা অন্তর্জাগতিক নানারূপ পরিবর্তন লক্ষ্য করেই আমরা কাল বিভাগ করি। (পূর্বেও এ ব্যাপারে কিছু ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।) আমাদের জীবনের অধিকাংশ কথায় ও আচরণে সময় ছাড়া আর একটা কিছু থাকে যাকে আমরা মূল্য বা অভিজ্ঞতা(Value) বলতে পারি, মিনিট-ঘন্টা ধরে' যার পরিমাপ করা যায়না। সেটির পরিমাপ হয় তার গভীরতায় বা তীব্রতায়। সেজন্য যখন আমরা অতীতের পানে তাকাই তখন এ দৃষ্টি সুদূর পশ্চাৎ পর্যন্ত একটানা প্রসারিত হয়না, সময়ের ব্যাপ

পরিসরে কতগুলি বিশেষ চূড়ার নির্দেশ করে, আবার ভবিষ্যতের দিকে তাকালে সময়ের নিরবচ্ছিন্ন ধারণীরূপে এটা ঘড়ির যন্ত্রনা; কখনো দেয়াল, কখনো মেঘ, কখনো সূর্য - এভাবে আসে, কালানুক্রম ধরে আসেনা। স্মৃতি কিংবা পূর্বধারণা কোনোটাই সম্পূর্ণভাবে সময় সম্পর্কে আনুগত্য নয়। সময়ের অত্যাচার থেকে শুধু বিলাসী, শিল্পী ও প্রেমিকেরা আংশিকভাবে মুক্ত।

জীবনের দুটি রূপ - সময় আবদ্ধ জীবন (life by time) এবং মূল্যে আবদ্ধ জীবন বা অভিজ্ঞতার জীবন (Life ~~by~~ by values) । আমাদের দৈনন্দিন আচরণ ও কার্যকলাপ এ দুয়ের প্রতিই আনুগত্য প্রকাশ করে। গল্পের কাজ হল, "to narrate the life in time', 'And what the entire novel does - if it is a good novel - is to include the life by values as well.'

অর্থাৎ উপন্যাস একই সঙ্গে সময় জীবন ও মূল্যবোধ জীবন অঙ্গীকৃত করে।

'..... it is never possible for a novelist to deny time inside the fabric of his novel.'

জীবনে সময়ের প্রভাব অস্বীকার করে শুধু মূল্যের দ্বারা গঠিত জীবন নিয়ে উপন্যাসের কারবার চলতে পারেনা। সময়-জীবনকে উপন্যাস থেকে বাদ দিলে উপন্যাস কিছুই প্রকাশ করতে পারেনা, তখন এটা আর উপন্যাস থাকে না। উপন্যাসের গল্পকে সময় থেকে বিচ্ছিন্ন করা হলে তা বস্তুতই অসংলগ্ন, একঘেয়ে ও বিনষ্ট হয়ে পড়ে।

(এতোক্ষণ আমরা কাহিনীর সঙ্গে সময়ের সম্পর্কের কথা বলছিলাম। এরপর প্রসঙ্গক্রমে আসে চরিত্রের কথা। (চরিত্র প্রধানতঃ দু'প্রকারের। সমতল বা একমাত্রিক (Flat) ও বৃত্তাকার (Round) । ফর্স্টার বলেছেন, সময়ের অতিক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে কিংবা ঘটনা পারম্পর্যে যে সকল চরিত্র ~~অপরিবর্তিত~~ অপরিবর্তিত থাকে তারাই সমতল বা একমাত্রিক চরিত্র এবং ঘটনাপ্রবাহে যে সকল চরিত্র সময়ের যে কোনও পরিসরে পরিবর্তিত হয় তারাই বৃত্তাকার বা নিটোল চরিত্র। উপন্যাসিক জীবনশিল্পী)। এ জীবন প্রত্যক্ষদৃষ্ট জীবনের ~~ছ~~

অবিকল প্রতিরূপ নয়, এর মধ্যে মিশে থাকে ঔপন্যাসিকের কল্পনা ও বিশেষ দৃষ্টিকোণ। ফলে, তার মধ্যে জীবনের খণ্ডিত রূপের পরিবর্তে সামগ্রিক রূপই ফুটে ওঠে। মানবজীবনের পক্ষ বলছে, জীবন-সামগ্র্য ফুটিয়ে তুলতে ভালোবাসেন বলে ঔপন্যাসিক মানুষের সময়-জীবন ও মূল্যবোধ বা অভিজ্ঞতার জীবন উভয়ই গ্রহণ করেন।) তিনি জানেন, জীবনের মূল্য শুধু আয়ুতে নেই, সামগ্রিক আচার-আচরণ ও কার্যাবলীই জীবনের প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ করে। চরিত্রের জীবন বহির্জীবন(Outer life) ও অন্তর্জীবনে (Inner life) বিভক্ত। পাত্র-পাত্রীদের অন্তর্জীবন ও বহির্জীবন দেখাতে হলে একই সঙ্গে অভিজ্ঞতার জীবন ও সময়ের জীবনকে গুরুত্ব দিতে হবে। সুতরাং উপন্যাসে সময়ের মধ্যে বিধৃত জীবনকে চরিত্রের বিষয়রূপে স্বীকৃতি দিতে হয়। চরিত্রের স্থির রূপ নেই, বিকাশের পর্যায়গুলিকে স্পষ্ট করে তোলাই হবে ঔপন্যাসিকের লক্ষ্য। সুতরাং সময়-ভিত্তির উপর নির্ভর করা তাঁর পক্ষে অপরিহার্য।

ফস্টার বলেছেন, আমাদের পরিচিত বাস্তব নরনারীর সঙ্গে উপন্যাসের নর-নারীর সাদৃশ্য থাকলেও বৈসাদৃশ্যও বড়ো কম নেই। বাস্তব জীবনে মানুষ নিয়ন্ত্রণহীন, আকস্মিকতার হাত এড়াতে পারেনা, কিন্তু উপন্যাসে সব কিছুই অবশ্যই, স্বাভাবিক ও কার্যকারণ সূত্রে সুগ্রথিত হতে হয়। তার অর্থ এই নয় যে, ঔপন্যাসিকের কল্পনাপ্রসারতায় রাশ টেনে তাঁকে নিছক সংবাদ পরিবেশনে বাধ্য করা হবে। তাঁর মতে 'ঘটনা চরিত্রের বিশ্লেষণ এবং চরিত্র ঘটনার পথ-প্রদর্শক' ছাড়া কিছু নয়। চরিত্রগুলির বিশ্বাস্য রূপদান করতে হলে তাঁকে প্লটের আশ্রয় নিতেই হবে। ঘটনা বর্ণনার সাহায্যে বা আত্মকথনের মাধ্যমে চরিত্র বিকাশ দেখাতে হলে ঔপন্যাসিক পাত্র-পাত্রীদের স্মৃতি রোমন্থনে কখনও কখনও পত্র ব্যবহার বা ফ্ল্যাশ-ব্যাক পদ্ধতির আশ্রয় নিতে পারেন। 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি'র মতো এক মুহূর্তে এটা চরিত্রকে উদ্ভাসিত করে তুলতে পারে। এর মধ্যে বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রাখতে হয়। চরিত্র-বিকাশে প্রতিক্রিয়া ও সমন্বয় সাধনে স্বাভাবিকতা এবং ঘটনা ও কার্যাবলীর সম্ভাব্যতা যাতে কোনো-ভাবেই ব্যাহত না হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হয়। রূপকথায়-উপকথায়

নরনারীর স্থিতিশীল প্রকৃতি দেশকালের গণ্ডীতে বাধা না পড়লেও উপন্যাসের চরিত্র প্রাথমিকভাবে এ গণ্ডীকে মেনে নেয় । অভিজ্ঞতার স্বাভাবিক রূপায়ন না হলে সে আখ্যান উপন্যাস হয়না । ঔপন্যাসিকের সময়-চেতনা এ ব্যাপারে পথ প্রদর্শকের কাজ করতে পারে । ক্ল্যাসিকাল নাটকে যেমন ঠিক তেমনটি না হলেও উপন্যাসেও অনুরূপ(একটু বৃহত্তর অর্থে) স্থান ও কালগত ঐক্য রক্ষা করা প্রয়োজন হয় । "কৈশোর, যৌবন ও বার্ধক্যের মতো কাহিনীর অগ্রগতিতে নরনারীর চরিত্র-চিত্রণে সময়ের পারম্পর্য অস্বীকার করা চলেনা ।"[১৪] সাম্প্রতিক রচনায় অবশ্য ~~[illegible]~~ ঘটনা পরম্পরার পরিবর্তে চরিত্রের মানসিক গতিশীলতার প্রতি বেশি গুরুত্ব আরোপিত হওয়ায় কাল-ঐক্যের পরিবর্তে কাল-বিপর্যয়ই লক্ষ করা যাচ্ছে ।

প্লট বা কাহিনীবৃত্তের সঙ্গে সময়ের সম্পর্ক কী ? ফর্স্টার বলেন - প্লট ঘটনার বর্ণনামূলক আখ্যান যাতে কার্য-কারণ সূত্রের উপর জোর দেওয়া হয় ।'* 'রাজা মারা গেলেন, তাঁর শোকে রাণী মারা গেলেন' - কার্য-কারণ শৃঙ্খলে বিধৃত এ বাক্যটি প্লট । এখানে 'The time sequence is preserved, but the sense of causality over-shadows it.'

(পূর্বোক্ত গ্রন্থ, [illegible])

বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি অবিচ্ছিন্নভাবে সম্পর্কিত । ঘটনা পরম্পরা স্মৃতিতে জাগরূক না থাকলে কার্য-কারণ সূত্র অনুধাবন করা যায়না । (প্রসিদ্ধ দার্শনিক হিউমের ব্যাখ্যা এক্ষেত্রে স্মর্তব্য) । রাজার অস্তিত্ব সম্পর্কে জ্ঞান(প্রত্যক্ষ কিংবা অনুমিতি) না থাকলে এবং অলোৎপত্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা না থাকলে রাণীর মৃত্যুকালে কোনও মতেই সে মৃত্যুর রহস্য উদ্ঘাটিত হবেনা । সময়ের আধার ব্যতীত কোনও কার্য এবং তার ফলাফল অনুমান করা যায়না । এই সময়ের পারম্পর্য অনুসারে সজ্জিত ঘটনাসমূহের কার্য-কারণ শৃঙ্খলার প্রদর্শনই ঔপন্যাসিকের কর্তব্য । চেতনা-প্রবাহ উপন্যাসে সময়ের কাল্পনিক খণ্ডীকরণকে অস্বীকার করে বর্তমান চেতনা স্রোতের অংশ হিসেবে অতীত ও ভবিষ্যৎকে দেখানো হয় । সময়ের প্রবাহে একটা আপাত অসমঞ্জসতা দৃষ্টিগোচর হলেও প্রকৃতপক্ষে বিচ্ছিন্ন, এলোমেলো চিন্তাধারার সঙ্গে সে সময় প্রবাহের অসংগতি নেই ।

ই. এম. ফর্স্টার উপন্যাসের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে কালের সম্পর্ক বা কালের নিরিখে উপন্যাসের স্বরূপ বিষয়ে যে আলোচনা করেছেন তা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। এরপর এ সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন এডুইন ম্যুইর(Edwin Muir) তাঁর 'দি স্ট্রাকচার অব্ দি নভেল' গ্রন্থে । তিনি উপন্যাসকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে দেখিয়েছেন । এই শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে মূলতঃ উপন্যাসের ঘটনা, চরিত্র, স্থান ও কালের আপেক্ষিক বিচার ও কার্যকারণ সূত্রের যুক্তিপরম্পরায় । তাঁর মতে, উপন্যাসের সবগুলি উপাদান একই অর্থে সকল উপন্যাসে সমান প্রাধান্য বিস্তার করেনা । একটি উপাদান মুখ্য স্থান নিলে অন্য উপাদানগুলি স্বাভাবিকভাবেই গৌণরূপে অবস্থান করে। কোনও উপাদানের আপেক্ষিক প্রাধান্যে কোন উপন্যাসের বিশেষ প্রকৃতি নির্ধারিত হয়। এরই ভিত্তিতে তিনি উপন্যাসকে মোটামুটি পাঁচভাগে বিভক্ত করেছেন । এগুলি যথাক্রমে কার্যপ্রধান বা ঘটনাপ্রধান(Novel of action), চরিত্র প্রধান (Novel of character), নাট্যধর্মী বা নাটকীয়(Dramatic novel), ইতিবৃত্তমূলক(The chronicle) এবং যুগপ্রধান(The period novel) উপন্যাস । উপন্যাসের এ প্রকার শ্রেণীবিভাগে তিনি স্থান ও কাল সূত্রকে গুরুত্ব স্বীকার করেছেন । তিনি বলেছেন, নাট্যধর্মী উপন্যাসের কাল্পনিক জগৎ সময়ে আবদ্ধ, চরিত্রপ্রধান উপন্যাসের কল্পলোক স্থানে আবদ্ধ । প্রথমটিতে স্থান মোটামুটি স্থির থাকে, সমস্ত ক্রিয়াশীলতা সময়ের আধারে গড়ে ওঠে; অন্যটিতে সময় মোটামুটি কল্পিত হয় এবং সকল কার্যকলাপ স্থির ধরণের । চরিত্রের ক্রিয়াশীলতা স্থানের মধ্যেই পুনর্বণ্টিত ও পুনর্বিন্যস্ত হয় । তবে তার অর্থ এই নয় যে, নাট্যধর্মী উপন্যাসে স্থান থাকবেনা কিংবা চরিত্রপ্রধান উপন্যাসে সময় অনুপস্থিত থাকবে । প্রকৃত কথাটি হল এই যে, গুরুত্বের আপেক্ষিকতাই উপন্যাসের এ প্রকার শ্রেণীবিভাগের মূলে । এই দু'ধরণের উপন্যাস একে অপরের বিপরীত কিংবা অনুপূরক নয়, বরং বলা যায় জীবনকে দেখার দুটো দৃষ্টিভঙ্গীমাত্র - সময়ে ব্যক্তিগতভাবে এবং স্থানে সামাজিকভাবে।

"In the dramatic novel .... time moves and will therefore move to its end and be consumed. In the novel of character at its best we feel that time is inexhaustible." ১৫

কার্যপ্রধান বা ঘটনাপ্রধান উপন্যাস স্থান বা কালে আবদ্ধ নয়। নাটকীয় উপন্যাসের মতোই ইতিবৃত্তিমূলক উপন্যাসের চরিত্রগুলিও সময়ের দ্বারাই প্রকাশিত হয়। তবে এই প্রকাশ ঘটে একটু ভিন্ন পথ ধরে। ইতিবৃত্তিমূলক উপন্যাসে চরিত্রের জন্ম-বৃদ্ধি-মৃত্যু ও পুনর্জন্মের অবিনাশ প্রবাহ সময়ের মাপকাঠিতে সূচিত হয়। এ ধরণের উপন্যাসে অনেক সময়ই মনে হয় সময় ও স্থানের সমপ্রাধান্য কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এগুলির ক্রিয়াশীলতা সময়ের মধ্যেই কার্যকরী হয়। এখানে তথাকথিত "physical time" বা বাস্তব সময়েরই প্রাধান্য। এ ধরণের উপন্যাসে সামগ্রিকভাবে জীবনকে (সময়-নির্বিধৃত ?) বড়ো করে দেখা হয়, যেমন নাটকীয় উপন্যাসে প্রধান ভূমিকা নেয় দৈবযোগ বা ভাগ্য এবং চরিত্রপ্রধান উপন্যাসে সমকালীন সমাজ। ~~ইতিবৃত্তি~~ ইতিবৃত্তমূলক উপন্যাসের ক্রিয়াশীলতা থাকলেও কিন্তু একটি স্থির, অপরিবর্তনীয় কাঠামোর মধ্যে তা ধরা পড়ে। মূলপ্রধান উপন্যাস সম্বন্ধে মুইর-এর বক্তব্য অতি স্পষ্ট।

"This kind of novel is not audacious enough to attempt a picture of society valid for all the time; its object is more modest and specific, to show us a section of contemporary society, and to show it, moreover, in transition."

(পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ-১১৪)

এডুইন মুইর-এর আলোচনা মূলতঃ উপন্যাসের গঠনগত শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কিত। তিনি শুধু বলেছেন, স্থান বা কালের আপেক্ষিক প্রাধান্যে উপন্যাসের মূলকর্ম বা রচনাশৈলীর কিভাবে পরিবর্তন ঘটে। বিভিন্ন উপাদানের সঙ্গে সময়ের সম্পর্ক বিষয়ে বিস্তারিতভাবে তিনি কিছু বলেননি। প্লট সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য - প্লট মূলতঃ দু'প্রকার এবং তারা স্থান ও কাল-মাত্রার ভিত্তিতে নির্মিত। " The main object of the one plot is to proceed by widening strokes, and to agree that it does so is to imply space as its dimension. The main object of the

other is to trace a development, and a development equally implies time. The construction of both plots will be inevitably determined by their aim. In the one, we shall find a loosely woven pattern, in the other the logic of causality."

(পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ-৬৩-৬৪)

মুইর চরিত্র সম্পর্কে বলেছেন, এর বহির্জীবন এবং অন্তর্জীবন আছে। একটি অপরটিকে প্রভাবিত করে এবং সময়ের ক্রিয়াশীলতায় চরিত্র ক্রমশঃ পরিবর্তিত হয়। বিভিন্ন শ্রেণীর উপন্যাসে চরিত্রের উপর সময়ের কার্যকারিতা বিভিন্ন প্রকার। চরিত্র প্রধান উপন্যাসে সময় ও ঘটনাধারা প্রায়ই সমতালে চলেনা। এখানে চরিত্রগুলি সময়ের বাইরে অপরিবর্তনীয় অবস্থায় বিরাজ করে। যেমন, ডিকেন্সের মিকবার প্রভৃতি। যাইহোক, বিস্তারিত বিশ্লেষণ না পেলেও বিভিন্ন ধরণের উপন্যাসে সময়ের ভূমিকা বিষয়ে তাঁর আলোচনা মূল্যবান। দৃষ্টান্ত স্বরূপে তিনি বলেছেন, সময়ের ক্রিয়াশীলতা দিয়ে উপন্যাসের নাটকীয় প্রকৃতি সনাক্ত করা সম্ভব। এমন কোনও উপন্যাস নেই, যেখানে সময়ের গতিশীলতা দেখানো হয়না। একমাত্র কাহিনীপ্রধান উপন্যাসে সময়ের মাত্রা বিচার না করে ঘটনাপ্রবাহ তুলে ধরা হয়। উপন্যাসের গঠনকর্মে কালের ভূমিকা সম্পর্কে যথেষ্ট ব্যাখ্যা দিলেও ঔপন্যাসিকের সময়চেতনা এবং সময়ের প্রয়োগগত বিভাজন বিষয়ে তিনি আলোকপাত করেননি।

রেনে ওয়েলেক ও অস্টিন ওয়ারেন[১৫] বলেছেন, আখ্যান প্রধান সাহিত্যে সময়-ব্যবহার ঘটে কালের গতি ও ঘটনার পারম্পর্য দেখাতে। তাঁরা বলেছেন, যখন কেউ 'জগৎ' শব্দটি ব্যবহার করে তখন তা হয়ে দাঁড়ায় একটি স্থানবাচক শব্দ। কিন্তু বর্ণনামূলক আখ্যানে(Narrative fiction) বা গল্পে সময় বা সময়-পরম্পরার(time sequence) প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। সাহিত্যকে সাধারণভাবে সময়ভিত্তিক শিল্প(Time-art) বলাই শ্রেয়(চিত্রাঙ্কন বা ভাস্কর্য প্রভৃতি স্থানিক শিল্পের তুলনায়)। পুরনো আখ্যান বা গল্প(মহাকাব্য বা উপন্যাস) সংঘটিত হত সময়ে - প্রচলিত নিয়মানুসারে যথাকালের সময়ব্যাপ্তি

(time-span) ছিল এক বৎসর । অনেক মহৎ উপন্যাসেই মানুষ জন্মায়, বেড়ে ওঠে এবং মারা যায় । চরিত্র বিকশিত হয়, পরিবর্তিত হয়; এমনকি সমগ্র সমাজকেও পরিবর্তিত হতে দেখা যায়(দি ফরসাইট সাগা, ওয়ার এ্যান্ড পীস্ ইত্যাদি); অথবা একটি পরিবারের চক্রাকার উন্নতি বা অধঃপতন প্রদর্শিত হয়(বাডেন ব্রুক্স)। যাইহোক, ঐতিহাসিকভাবে উপন্যাসকে সময়ের মাত্রা কঠোরভাবে মেনে চলতে হয় । দুর্বৃত্ত ও ভবঘুরের দুঃসাহসিক জীবনকাহিনীমূলক উপন্যাসে ইতিবৃত্তমূলক পরম্পরাই সব - সেখানে থাকে একটি ঘটনার পর অন্য ঘটনাটি ঘটল । অধিকতর গম্ভীর ভাবাপন্ন উপন্যাস সময়ক্রমের সঙ্গে কার্যকারণ যুক্ত পরম্পরার যোগ ঘটায় । উপন্যাস দেখায়, একটি নির্দিষ্ট সময়ব্যাপী কারণ পরম্পরার পরিণতিতে একটি চরিত্র কেমন করে উন্নত বা অবনমিত হয় । একটি মনশ্চিত্র ফুটে দেখানো হয় সময়ে কিছু ঘটেছে : অবস্থা শুরুতে যা থাকে শেষে তা সম্পূর্ণ বদলে যায় ।

এঁরা সময়কে দু'ভাগে ভাগ করে দেখিয়েছেন । বলেছেন - গল্পের দ্বারা ব্যাপ্ত সম্পূর্ণ সময়ই হচ্ছে আখ্যানকাল(Fable-time) । কিন্তু ঘটনাকাল বা বর্ণিতকাল 'Sujet' এর সঙ্গে(সংযুক্ত) সম্পর্কিত : এটা পাঠকাল বা অভিজ্ঞতার কাল যা অবশ্যই ঔপন্যাসিক কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত, তিনি কয়েকটি বাক্যে বছরের পর বছর পার হয়ে যান অথচ একটি নাচ বা চা-এর আসরের বর্ণনায় দীর্ঘ দুটো অধ্যায় ব্যয় করেন ।

এঁদের মতে, সময়ের মাধ্যমে উপস্থাপনা বস্তুতান্ত্রিক পদ্ধতির সঙ্গে অবিভাজ্য । এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই পাঠক চরিত্রের সঙ্গে বেঁচে থাকেন । ~~এই প্রক্রিয়ায়~~ মোটকথা, এঁদের আলোচনায় মূলতঃ প্লট ও চরিত্রের বিবর্তনে কালানুসারী বিবরণ ও কার্যকারণ সম্পর্কের উপরই তুলনামূলক গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে ।

এ.এ.মেনডিলো রচিত 'টাইম এ্যান্ড দি নভেল' গ্রন্থে উপন্যাসের অন্যতম উপাদান হিসেবে এবং তার গঠনগত বৈশিষ্ট্যের সকল দিকেই সময়-ব্যবহার বিস্তৃতভাবে আলোচিত । বাস্তবিকই উপন্যাসের কাল বিষয়ে এরূপ পূর্ণাঙ্গ আলোচনা আর নেই । তিনি দেখিয়েছেন -[১৭] উপন্যাসের লেখক ও পাঠকের সঙ্গেও সময়ের যোগ রয়েছে । সাধারণ লেখক যুগপ্রভাব এড়াতে না পেরে শেষ পর্যন্ত সমসাময়িকতার নিকট আত্ম-সমর্পণ করেন । কিন্তু মহৎ লেখকগণ যুগের হয়েও যুগাতীত । সমকাল যখন

করে তাঁরা চিরন্তন বাণী প্রকাশ করেন । তাঁরা পাঠকসাধারণের রুচি তৈরী করার গুরু দায়িত্ব নেন । পাঠকের যথেষ্ট কল্পনাশক্তি না থাকলে ঐতিহাসিক বা ইতিহাসানুসারী উপন্যাসে বর্ণিত সময়ের সঙ্গে পাঠক নিজেকে মেলাতে পারেনা । লেখার সমকালীন প্রভাব অপরিহার্যরূপে এসে পড়ে বলে উপন্যাসে বর্ণিত কাল থেকে 'পাঠক যত দূরবর্তী হবেন ততই তাঁকে উপন্যাসের চরিত্রদের প্রতিক্রিয়া ও মূল বক্তব্য বোঝার জন্য কল্পনাশক্তিকে বেশি করে প্রয়োগ করতে হবে ।'

মেনডিলোর বক্তব্য বিশ্লেষণে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি ধরা পড়ে ।

(১) উপন্যাসের বিষয়বস্তুর একটা নিজস্ব কালপরিবেশ আছে । বিষয়বস্তু লেখকের সমকালীন হতে পারে, অতীত কিংবা ভবিষ্যৎ কালেরও হতে পারে । অথবা তাতে নানাপ্রকার মিশ্রণও ঘটতে পারে ।

(২) সাধারণ উপন্যাসে বর্ণিত ঘটনার অতীতকাল পাঠকের নিকট বর্তমান বলে বোধ হয় । চেতনাপ্রবাহ-উপন্যাসে বর্ণিত অতীতকাল চরিত্রগুলির চেতনায় বর্তমান কালের আকার পায় । সরল ঐতিহাসিক উপন্যাস সময়ের বিশেষ ব্যবধানে অর্ধ-সমকালীন(semi-contemporary) লোকের লেখা অথবা লেখকের স্মৃতিচিন্তা বা ডায়েরী বলে মনে হতে পারে । আদর্শবাদী(utopian) উপন্যাসে চরিত্রের ক্রিয়াগুলির বর্তমানে যে জোর থাকে তার চেয়ে ভবিষ্যতের দিকে ইঙ্গিত থাকে বেশি। এ শ্রেণীর উপন্যাসে কল্পলোকের অতীতকালে ঘটনা ঘটলেও পাঠকদের কাছে তার কাল হয় ভবিষ্যৎ ।

(৩) উপন্যাস পাঠকের মনে প্রত্যক্ষতার মায়া(illusion of directness)সৃষ্টি করে । অধিকাংশ উপন্যাসই প্রথম পুরুষে ও ঘটে যাওয়া কাল নিয়ে লিখিত । সাধারণ নিয়মানুযায়ী উপন্যাসের কাহিনীতে একটি সময়ের উল্লেখ থাকে । সেই সময়ের নিরিখেই উপন্যাসের সব ঘটনার ~~আদ~~ কালকে চিনে নেওয়া সম্ভব । উপন্যাসের কাল্পনিক বর্তমান সেখান থেকেই শুরু । পাঠক উপন্যাস পাঠে নিবিষ্ট হলে ঐ সময়বিন্দুর পর থেকে যা কিছু ঘটে সেগুলি সবই পাঠকের কল্পনায় তার নিজের বর্তমানে ~~রূপ~~ রূপান্তরিত হয় । তখন থেকেই সে বাস্তবের মায়ারূপের কাছে ধরা পড়ে এবং ঐ চরিত্রগুলির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায় ।

(৪) রোমান্সের বর্ণনায় সাধারণতঃ কোনও ঘটনার মাঝের বা শেষের দিক থেকে কাহিনী শুরু হয় । এ ধরণের কাহিনীর শুরুতে ~~ঘটনা অতীতকালের দিকে প্রথম পরের ঘটনা বর্তমানের~~ থাকে উপন্যাসের কাল্পনিক বর্তমান; সেখান থেকে আগের ঘটনা অতীতকালের দিকে এবং পরের ঘটনা বর্তমানের দিকে চলাফেরা করে । চেতনা-প্রবাহ উপন্যাসে অতীত বলে যেন কোন কালই নেই । আছে কেবল ক্রমবর্ধমান বর্তমান, যার মধ্যে অতীত একেবারে মিশে যায় ।

(৫) উপন্যাসে প্রথম পুরুষে বিবৃত কাহিনী অতীতকাল থেকে বর্তমানের দিকে এগিয়ে আসে । কিন্তু উত্তম পুরুষে বিবৃত কাহিনী বর্তমান থেকে অতীতের দিকে পিছিয়ে যায় । উভয় রীতির উপন্যাসেই অতীতকাল থাকলেও তাদের ব্যবহারে পার্থক্য আছে । প্রথম পুরুষের উপন্যাসে মনে হয় যেন কাজগুলি বর্তমানেই ঘটছে, উত্তম পুরুষের উপন্যাসে মনে হয় সেগুলি ঘটে গেছে । বর্তমানের মায়াসৃজনে উত্তম পুরুষের উপন্যাস প্রথম পুরুষের উপন্যাসের মতো সার্থক হয় না । সর্বজ্ঞ লেখক কাহিনী বর্ণনাকালে পাঠকের দৃষ্টিকে নিজের কালের দিকে টেনে আনেন ।

উপন্যাসে সময়ের ~~প্রয়োগে~~ প্রয়োগ বিষয়ে মেনডিলোর পর্যবেক্ষণ যেমন গুরুত্বপূর্ণ এর দার্শনিক বা তত্ত্বগত বিশ্লেষণ তেমনই প্রাধান্য পেয়েছে হ্যান্স্ মেয়ারহফ্ প্রণীত 'টাইম ইন লিটারেচার' গ্রন্থে ।[১৮] মেয়ার হফের দৃষ্টিতে সময়ের দ্বৈতরূপ ধরা পড়েছে । সেগুলি যথাক্রমে প্রাকৃতিক সময় (Time in nature) এবং অভিজ্ঞতার সময় (Time in experience) । এদিক থেকে ফর্স্টারের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে তাঁর মিল আছে । উভয় প্রকার সময়ের বৈশিষ্ট্যই তিনি ব্যাখ্যা করেছেন । প্রাকৃতিক সময় ঘড়ির সময় এবং তা পরিমাপ যোগ্য । এর মধ্যে কার্যকারণ শৃঙ্খলা বর্তমান । এর একটি গতি আছে । এটি সকলের ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রয়োজ্য । কিন্তু অভিজ্ঞতার সময় বা সাহিত্যের সময়ের বৈশিষ্ট্যের ছ'টি দিক তিনি লক্ষ্য করেছেন । (১) ব্যক্তিগত (বা আত্মগত - subjective) আপেক্ষিকতা বা অসম বন্টন, (২) নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ বা স্থিতি, (৩) অভিজ্ঞতা ও স্মৃতির মধ্যে কার্যকারণগত শৃঙ্খলার গতিশীল একীভবন এবং পারস্পরিক অতিক্রমণ, (৪) ব্যক্তিগত অভেদত্ব বা একত্বের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্মৃতির পার্থিব বা ইহলৌকিক গঠন এবং স্থিতি, (৫) নিত্যতা বা চিরন্তনতা, এবং (৬) অনিত্যতা বা পরিণামমুখী পার্থিব গতি । তাঁর মতে, সময়ের এই দিকগুলি

যুগ যুগ ধরে পৌরাণিক কাহিনী ও ধর্মমূলক সাহিত্যসহ সাহিত্যের সকল শাখারই স্পষ্ট ও সন্দেহাতীত বৈশিষ্ট্য। (পৃ. ৮৫)।

স্থায়িত্ব সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন- যে আমরা সময়কে একটা নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহরূপে অভিজ্ঞতায় পাই। সময়ের অভিজ্ঞতা শুধু ধারাবাহিক মুহূর্তগুলির এবং বিচিত্র পরিবর্তনের দ্বারাই অর্জিত হয়না, বরং পারম্পর্য এবং পরিবর্তনের
সাহায্যে হয়। মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা হয় অভিক্রম
মধ্যেও যা স্থায়ী হয় বা টিকে যায় তারই প্রবাহ ও স্থায়িত্ব মনোহারী বর্তমানের অভিজ্ঞতা গঠন করে। বর্তমানের মাধ্যমে সাময়িক বিস্তার স্মৃতি এবং আশা থেকে প্রাপ্ত উপাদানকে ধরে নেয়। এই উপাদানগুলি স্মরণ ও অনুমান করা হয় এবং সময়ের ক্রম ও গতির সঙ্গে সম্পর্কিত 'পূর্বে', 'পরে', 'অতীত', 'ভবিষ্যৎ' প্রভৃতি ধারণা সৃষ্টি করে। এছাড়া, সময়ক্রমের ধারণার বস্তুমুখী মানে করা যায় যখন এটাকে কার্যকারণগত শৃঙ্খলার নিয়মের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। শুধু স্থিতি নয়, সামগ্রিকভাবে সময়ের গতিশীলতা, ব্যক্তিত্বের ক্রম-উন্মোচন, কার্যকারণগত শৃঙ্খলা প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনাও এর মধ্যে পাওয়া যায়।

অভিজ্ঞতার সময়কে উপন্যাসে গ্রহণ করা হয় কেন? ব্যক্তিসত্তার যেটুকু আমরা দেখি শুধু তাকেই নয়, তার সম্ভাবনাও সাহিত্যে তথা উপন্যাসে দেখাতে হয়। তা করতে গেলে বহমান প্রাকৃতিক সময়ের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেও চরিত্রের মনের ভাবনাগুলো রূপায়িত করতে হয়। তাই অভিজ্ঞতার সময়কে গ্রহণ না করলে ব্যক্তিসত্তার পূর্ণ পরিচয় লাভ করা সম্ভব হয়না। আমাদের স্মৃতিতে জেগে থাকা ঘটনাগুলো অনেক সময়ই পারম্পর্য অনুযায়ী সাজান যায়না। তার মধ্যে দেখা যায় একটা সাময়িক বিশৃঙ্খলা। এই শৃঙ্খলাহীন সময়ই উপন্যাসের সময়। উপন্যাসের সময়ে নিত্যতা ফুটিয়ে তোলার প্রয়োজন আছে। এই নিত্যতা আসলে সময়হীনতারই (Timelessness) নামান্তর। সেখানে স্মৃতি, সত্তা, অনুভূতি, কল্পনা প্রভৃতি অনায়াসে পাশাপাশি অবস্থান করতে পারে। বাস্তব(প্রাকৃতিক) সময় একমুখী। একবার এগিয়ে গেলে তাকে আর ফেরানো যায়না। কিন্তু অভিজ্ঞতার সময়কে বিভিন্ন দিক থেকে দেখা সম্ভব। উপন্যাসের সামগ্রিকতার স্বার্থে সেজন্য এই অভিজ্ঞতার সময়ই গৃহীত হয়।

এতক্ষণ উপন্যাসের কাল বিষয়ে বিভিন্ন তাত্ত্বিক সমালোচকদের বিশ্লেষিত

যুগ যুগ ধরে পৌরাণিক কাহিনী ও ধর্মমূলক সাহিত্যসহ সাহিত্যের সকল শাখারই স্পষ্ট ও সন্দেহাতীত বৈশিষ্ট্য। (পৃ• ৮৫)।

স্থায়িত্ব সম্পর্ক বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন- যে আমরা সময়কে একটা নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহরূপে অভিজ্ঞতায় পাই। সময়ের অভিজ্ঞতা শুধু ধারাবাহিক মুহূর্তগুলির এবং বিচিত্র পরিবর্তনের দ্বারাই অর্জিত হয়না, বরং পারম্পর্য এবং পরিবর্তনের [সাহায্যে হয়। মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে চলা হয় অবিরাম] মধ্যেও যা স্থায়ী হয় বা টিকে যায় তারই প্রবাহ ও স্থায়িত্ব মনোযোগী বর্তমানের অভিজ্ঞতা গঠন করে। বর্তমানের মাধ্যমে সাময়িক বিস্তার স্মৃতি এবং আশা থেকে প্রাপ্ত উপাদানকে ধরে রেখে। এই উপাদানগুলি স্মরণ ও অনুমান করা হয় এবং সময়ের ক্রম ও গতির সঙ্গে সম্পর্কিত 'পূর্বে', 'পরে', 'অতীত', 'ভবিষ্যৎ' প্রভৃতি ধারণা সৃষ্টি করে। এছাড়া, সময়-ক্রমের ধারণার বস্তুমুখী মানে করা যায় যখন এটাকে কার্যকারণগত শৃঙ্খলার নিয়মের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। শুধু স্থিতি নয়, সামগ্রিকভাবে সময়ের গতিশীলতা, ব্যক্তিত্বের উন্মোচন, কার্যকারণগত শৃঙ্খলা প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনাও এর মধ্যে পাওয়া যায়।

অভিজ্ঞতার সময়কে উপন্যাসে গ্রহণ করা হয় কেন? ব্যক্তি-সত্তার কেন্দ্রকে আমরা দেখি শুধু তাকেই নয়, তার সম্ভাবনাও সাহিত্যে তথা উপন্যাসে দেখাতে হয়। তা করতে গেলে ধাবমান প্রাকৃতিক সময়ের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেও চরিত্রের মনের ভাবনাগুলো যুগপৎ রূপায়িত করতে হয়। তাই অভিজ্ঞতার সময়কে গ্রহণ না করলে ব্যক্তি-সত্তার পূর্ণ পরিচয় লাভ করা সম্ভব হয়না। আমাদের স্মৃতিতে জেগে থাকা ঘটনাগুলো অনেক সময়ই পারম্পর্য অনুযায়ী সাজান যায়না। তার মধ্যে দেখা যায় একটা সাময়িক বিশৃঙ্খলা। এই শৃঙ্খলাহীন সময়ই উপন্যাসের সময়। উপন্যাসের সময়ে নিত্যতা ফুটিয়ে তোলার প্রয়োজন আছে। এই নিত্যতা আসলে সময়হীনতারই (Timelessness) নামান্তর। সেখানে স্মৃতি, সত্তা, অনুভূতি, কল্পনা প্রভৃতি অনায়াসে পাশাপাশি অবস্থান করতে পারে। বাস্তব (প্রাকৃতিক) সময় একমুখী। একবার এগিয়ে গেলে তাকে আর ফেরানো যায়না। কিন্তু অভিজ্ঞতার সময়কে বিভিন্ন দিক থেকে দেখা সম্ভব। উপন্যাসের সামগ্রিকতার স্বার্থে সেজন্য এই অভিজ্ঞতার সময়ই গৃহীত হয়।

এক্ষণে উপন্যাসের কাল বিষয়ে বিভিন্ন তাত্ত্বিক সমালোচকদের বিশ্লেষিত

মতামতগুলি দেখছিলাম। তত্ত্ববিদগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে উপন্যাসে সময়-ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করেছেন। আলোচনা সংক্ষিপ্ত বা বিস্তৃত যাই হোক না কেন, উপন্যাসে সময়ের ভূমিকা সম্পর্কে সমালোচকগণ বড় বেশি সচেতন। সময়কে physical process বা প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া হিসেবে দেখার কথা বলা হলেও বাস্তবে নদীর স্রোতকে যেভাবে দেখা সম্ভব, সময়কে সেভাবে দেখা সম্ভব নয়। সময় অদৃশ্য, নিঃশব্দ, নিরবধি কিন্তু তার প্রবাহের অনুভূতি দৃশ্যমান ও অনুভবগম্য। উপন্যাস পাঠকালে সময় প্রবাহে কাহিনী, ~~অজ্ঞাত~~ পাত্র-পাত্রীর দেশ-কালের অনিবার্য রূপান্তর অত্যন্ত অনুভবযোগ্য। কালের প্রবাহকে এতই সূক্ষ্ম যে নরনারীর জীবনের উপর দিয়ে এটা প্রবাহিত হবার পরেও উদাসীনচারী মন একে সহজে চিনে নিতে প্রস্তুত থাকেনা। বহুদিন পর দর্পণে হঠাৎ আত্ম-প্রতিবিম্ব দেখতে পেলে আমরা চমকে উঠি। তার অর্থ এই নয় যে, সময়-প্রবাহের সঙ্গে আমরা পরিচিত নই। বরং একথাই সত্য যে সময়ের অস্তিত্ব এবং তার গতি-পরিক্রমা প্রসঙ্গে আমরা অভিজ্ঞতায় সচেতন। কোনও বস্তুর অস্তিত্বে বিশ্বাসী হলে তার ত্রিমুখী অবস্থান(Three dimension) অবশ্যই স্বীকার্য। সময়ের অবস্থান এই নিয়মের বহির্ভূত। এ কারণে অনেক চিন্তাবিদ সময়কে চতুর্থ মাত্রা বা Fourth dimension বলে চিহ্নিত করেছেন। বস্তুজগতের বাস্তবতা এই চতুর্থ অভিমুখ ছাড়া স্বীকৃত হতে পারেনা। বস্তুতান্ত্রিকতা উপন্যাসের অন্যতম পালনীয় শর্ত। তাই উপন্যাসের শিল্পী স্বীকৃত সত্য এই সময়মাত্রাকে অস্বীকার করা।

~~প্রাচীন~~ পূর্বেকার গদ্য কাহিনীতে সময়হীন ও স্থাননির্ণয়হীন নৈতিক সত্য ও মূল্যবোধই চিত্রিত হতো; কিন্তু বর্তমানে একমাত্র চেতনাপ্রবাহ পদ্ধতির উপন্যাস ছাড়া অন্য সকলশ্রেণীর উপন্যাসেই সময় প্রবাহে [redacted] চরিত্রের উত্থান-পতন স্বীকৃত হয়ে থাকে। চেতনাপ্রবাহ পদ্ধতির উপন্যাসে ব্যক্তি-মনের অভিমুখ বিন্যাসিত অনুপরমাণুতে চৈতন্যশক্তির প্রবাহের অনুভূতি প্রবল প্রদর্শিত হয়।

উপন্যাসের দৃশ্যসংস্থাপন(setting) পরিকল্পনায় স্থানগত ও কালগত পরিবেশ - উভয়দিকের গুরুত্বই সমান। কালগত উপস্থাপনা সম্পর্কে Chambers' Twentieth Century Dictionary(Revised Edition, 1976) বলে, "The period of time in which a play, novel etc. is set."(P-1239)। Setting

-কে আবার দু'ভাগে ভাগ করে দেখা যেতে পারে। সামাজিক(social) ও বস্তুগত(material)।[১৯] সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনকে সামগ্রিকভাবে দেখার প্রবণতা যেমন রয়েছে, তেমনই রয়েছে খণ্ডিত করে দেখার প্রবণতা। ডিকেন্সের রচনায় আঙ্গিকগত বিশালতা দেখা গেলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই জীবনকে খণ্ড খণ্ড করে দেখা হয়েছে। বিচিত্র জীবনচিত্র অবলম্বনে গড়ে ওঠে বিচিত্রধরণের উপন্যাস। জীবনকে যেভাবেই দেখা হোক না কেন, একটা কথা অবশ্যই স্বীকার্য, যে সকল ~~উপ~~ উপন্যাসে জীবনের বিশেষ পর্যায়কে সম্মুখে রাখা হয় সেখানে সমাজবিন্যাস ও চরিত্রগুলি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এবং একটি উপাদান অন্য উপাদানের সম্পর্কের ভিত্তিতে বিচার্য। অধিকাংশ উপন্যাসেরই চিত্তচমৎকারী আকর্ষণ ও সাহিত্যিক মূল্য নির্ভর করে জীবনের সুষম ও নিপুণ রূপায়ণের উপর।

'উপন্যাসের কাল' সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের কোনও নির্দিষ্ট আলোচনা না থাকলেও দেখা যায় কালের অস্তিত্ব ও প্রয়োগ সম্পর্কে নানা প্রসঙ্গে তাঁর চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে। প্রাকৃতিক সময় বা অনন্ত কাল প্রবাহ এবং সময়ের স্থির বিন্দু বা অভিজ্ঞতার সময় সম্পর্কে তাঁর সুস্থ ধারণার প্রকাশ লক্ষণীয়। তাঁর নিজের উপন্যাসে কালের প্রয়োগ বিষয়ে কিংবা বিভিন্ন গদ্য-আখ্যায়িকা সমালোচনা প্রসঙ্গে কালের গুরুত্ব বা প্রয়োগ বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য নেই। কেবল দু'একটি স্থানে ইঙ্গিতে ঘটনার বাস্তবতা বা সম্ভাব্যতা এবং কালপারম্পর্য ও কার্যকারণ সম্পর্কের কথা বলার প্রয়াস পেয়েছেন। তবে কালের গতি ও অবস্থান সম্পর্কে তাঁর সচেতনতা আমাদের আজকের দিনেও বিস্মিত করে। বস্তুত, কালের বিশেষ প্রয়োগেই যে উপন্যাস(নভেল অর্থে) ও রোমান্স বিপরীতধর্মী সে ধারণা তাঁর ছিল। কালতত্ত্বের বিশেষ প্রবক্তা না হলেও কাল সম্পর্কে তাঁর বিক্ষিপ্ত বক্তব্যগুলো যোগ করলে তা থেকে তত্ত্ব নিষ্কাশন অসম্ভব নয়। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

(১) গতিই জাগতিক নিয়ম - স্থিতি নিয়মলোপের ফল মাত্র। জগৎ সর্বত্র, সর্বদা চঞ্চল। ..... যে সমাজ গতি বিশিষ্ট, সেই সমাজ উন্নতিশীল। (চঞ্চলজগৎ/বিজ্ঞান রহস্য)

(২) গতিই সংসারের গুণ - চাঞ্চল্যই সংসারের সৌন্দর্য্য। ..... জগৎ পরিবর্তনশীল --- কাল অপরিমেয়...। (একটি গীত, কমলাকান্তের দপ্তর)

(৩) আমি এই কাল-সমুদ্রে মাতৃ-সন্ধানে আসিয়াছি। কোথা মা? .... এ ঘোর কাল সমুদ্রে কোথায় তুমি?..... অনন্ত রত্নভূষিতা এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা। এ মূর্তি এখন দেখিব না, আজি দেখিবনা, কাল দেখিবনা - কালস্রোত পার না হইলে দেখিবনা - আমি সেই কালস্রোতমধ্যে দেখিলাম, এই সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা।
(ঐ, আমার দুর্গোৎসব)

(৪) সাহিত্যও নিয়মের ফল। সাহিত্য দেশের অবস্থা এবং জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিম্বমাত্র; যে সকল নিয়মানুসারে দেশভেদে, রাজবিপ্লবের প্রকারভেদে, সমাজবিপ্লবের প্রকারভেদে, ধর্মবিপ্লবের প্রকারভেদ ঘটে, সাহিত্যের প্রকারভেদ সেই সকল কারণেই ঘটে। (বিদ্যাপতি ও জয়দেব, বিবিধ প্রবন্ধ)।

(৫) প্রতিভাশালী ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনেকেই জীবিতকালে আপন আপন সুকার্য্যের পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অনেকের ভাগ্যে তাহা ঘটেনা। ~~জীবিতকালে ক~~ যাঁহাদের কার্য্য দেশকালের উপযোগী নহে, বরং তাহার অগ্রগামী, তাঁহাদের ভাগ্যে ঘটেনা।
(সঞ্জীবনী সুধা, বঙ্কিমরচনা সংগ্রহ, ২য় খণ্ড)।

(৬) যাহা স্বভাবানুকারী অথচ স্বভাবাতিরিক্ত, তাহাই কবির প্রশংসনীয় সৃষ্টি। অসাধারণেই চিত্ত বিশেষরূপে আকৃষ্ট হয়। যাহা প্রকৃত, তাহাতে চিত্ত তাদৃশ মজেনা। এক- সুন্দর, এবং অনেক অংশে অসম্পূর্ণ। কবির সৃষ্টি তাদৃশ ছায়াহীন — সুতরাং সম্পূর্ণ, কেননা, যাহা অসম্পূর্ণ, দোষ সংস্পৃষ্ট, দোষশূন্য, নবীন এবং পূর্ণ হইতে পারে।

"উত্তরচরিতের একটি দোষ এই যে, নাটক মধ্যে ক্রিয়াসকলের পরস্পর কার্যকারণ নৈকট্য নাই।" (উত্তরচরিত, বিবিধ প্রবন্ধ, পৃ. ২২৬, ১০৩)।

(৭) কাব্যে কাব্যে প্রভেদ নানাপ্রকার ঘটে। যিনি কবিতা লিখেন, তিনি জাতীয় চরিত্রের অধীন, সামাজিক বলের অধীন, এবং আত্মস্বভাবের অধীন। ..... কাব্য বৈচিত্র্যের তিনটি কারণ - জাতীয়তা, সাময়িকতা এবং স্বাতন্ত্র্য (কৃষ্ণচরিত্র)।

(৮) সুখ যায়, স্মৃতি যায়না।

(৯) দিন যেমন কাটিত, তেমনি কাটিতে লাগিল।

(১০) যেমন বাহ্যজগতে মাধ্যাকর্ষণ, তেমনি অন্তর্জগতে পাপের আকর্ষণ, প্রতিপদে পতনশীলের গতি বর্দ্ধিত হয়। (কৃষ্ণকান্তের উইল, পৃ. ৩২১, ৩২৪, ৩২২)।

(১১) বৎসরে কি কালের মাপ ? ভাবে ও অভাবে কালের মাপ ।

(চন্দ্রশেখর, ৩।৬, পৃ.৩৮৫) ।

(১২) ..... গঙ্গাসুদ্রে তরণীর উপর দাঁড়াইয়া যেদিকে চাও, সেইদিকে আকাশে নক্ষত্র - অনন্ততেজে অনন্তকাল হইতে জ্বলিতেছে - অবিরত জ্বলিতেছে, বিরাম নাই । (বিষবৃক্ষ, ৩৫শ পরিচ্ছেদ, পৃ. ১৫৮) ।

(১৩) যাহা নূতন, তুমিই কি সুন্দর ? সে সেই পুরাতনই সুন্দর ? তবে তুমি নূতন, তুমি অনন্তের অংশ । অনন্তের একটুখানি মাত্র আমরা জানি । সেই একটুখানি আমাদের কাছে পুরাতন; অনন্তের আর সব আমাদের কাছে নূতন । অনন্তের যাহা অজ্ঞাত, তাহাও অনন্ত ।(সীতারাম, ২।১৩, পৃ. ৮০৭) ।

(১৪) কোন দেশের ইতিহাস লিখিতে গেলে সেই দেশের ইতিহাসের প্রকৃত যে স্থান, তাহা সুনির্দিষ্ট করা চাই । এই দেশ কি ছিল ? আর এখন এদেশ যে অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে, কি প্রকারে কিসের বলে এ অবস্থান্তর প্রাপ্তি, ইহা আগে না বুঝিয়া ইতিহাস লিখিতে বসা অনর্থক কালহরণ মাত্র ।(বাঙালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ, বিবিধ প্রবন্ধ) ।

উপরিউক্ত দৃষ্টান্তগুলির মাধ্যমে কিছু অনায়াসে বলা চলে, সামগ্রিকভাবে কালপ্রবাহের বৈশিষ্ট্য, বাস্তব সময় (physical time) ও অভিজ্ঞতার সময় (time in experience), সাময়িকতা ও চিরন্তনতা, ঘটনা সংস্থানের ধারাবাহিকতা ও কার্যকারণ পরম্পরা, কাহিনী ও চরিত্র সৃষ্টিতে দেশ-কাল উপযোগিতা বিবেচনা প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে বঙ্কিম খুবই সচেতন ছিলেন । বিশেষ তত্ত্বের আলোকে উপন্যাস রচনা কিংবা সমালোচনা করার প্রয়াস না পেলেও তাঁর কালের ব্যবহার অত্যন্ত তাৎপর্যমণ্ডিত ।

আলোচনার শেষপর্যায়ে এসে ~~ক্র~~ কালানৌচিত্য বা anachronism সম্পর্কে দু'একটি কথা বলতে হয় । অখণ্ড কালপ্রবাহের অংশ খণ্ড, কিন্তু যে বিশেষকাল উপন্যাসের অবলম্বন তাদের প্রত্যেকটিরই কিছু দৃষ্টি আকর্ষণকারী দিক্-নির্দেশক বৈশিষ্ট্য আছে । তা সত্ত্বেও কথা-কাহিনীতে সংঘটিত কোনো বিশেষ ঘটনা হয়তো বর্ণনার মাধ্যমে বর্তমানের দরবারে এসে হাজির হয় (সে বর্তমান উপন্যাসের কল্পনার বর্তমান কিংবা বাস্তব সময়ের বর্তমান যাই হোক্ না কেন), আবার কখনও বা ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বর্তমানের আসর জাঁকিয়ে বসে । বর্তমানও হাজির হতে পারে অতীতের সীমাহীন প্রান্তরে

বা ভবিষ্যতের কল্পলোকে, বাস্তব ~~[illegible]~~ অভিজ্ঞতার এলাকাটির বাইরে। এখন অবস্থায় বিশেষ কালখন্ডের বৈশিষ্ট্য প্রকাশক নির্দিষ্ট স্মারক যদি নিজ নিজ কালের সীমা অতিক্রম করে অন্য কালে প্রবেশ করে বর্ণনায় বা কল্পনায় পরবর্তী বা পূর্ববর্তী কালের প্রতীতি জন্মায় তবে তা কালবিরোধী বা কালানৌচিত্য দোষদুষ্ট বলে গণ্য হবে।

কালের বিশুদ্ধ রূপায়ন উপন্যাসের অন্যতম লক্ষ্য। বাস্তব এবং কল্পনার সুসমন্বয়ে বিশুদ্ধ উপন্যাস হৃদয়গ্রাহী ও জীবনের সুষ্ঠু প্রতিফলনরূপে গড়ে ওঠে। কল্পনার প্রাধান্য অবশ্যই অনভিপ্রেত হতে পারেনা কিন্তু এর আতিশয্য সর্বথা বর্জনীয়। কল্পনার আতিশয্য বা উৎকেন্দ্রিকতা উপন্যাসের বাস্তবধর্মিতার উপরে কঠিন আঘাত হানে। তা ছাড়া উপস্থাপন রীতির অভাব এবং চিন্তা ও সর্বপরিকল্পনার রূপায়নক্ষেত্রে অসতর্কতা দেশ-কালের সীমা লঙ্ঘন করতে লেখককে প্রলোভিত করে। বল্গাহীন উদ্দাম কল্পনা-বিস্তার অতিদূর অতীতের কাল প্রেক্ষাপটে হয়তো তেমনটা
অনেকের সম্বন্ধে এ মন্তব্য প্রযোজ্য হইতে পারেনা। নিকট-
দোষাবহ বা দূষণীয় বলে হয়না, কিন্তু নিকট অতীতে বা অতীত সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান অপেক্ষাকৃত বেশি, কারণ স্মৃতির অনুষঙ্গ বা প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে তা প্রায় বর্তমানের আকার পায়। সেখানে যদি সুপরিচিত ব্যক্তি, সমাজ-পরিবেশ ও চিন্তাধারার যথার্থ প্রতিফলন না ঘটে লেখক বা পাঠকের অসম্ভাবিত রূপান্তর প্রতিফলিত হয়, তবে তা অবশ্যই কালবিরোধী হবে। ঐতিহাসিক বা ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাসের ক্ষেত্রে এর সম্ভাবনা প্রবল। সামাজিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে লেখক সমকালীন পটভূমিকা সম্পর্কে সচেতন থাকেন বলে (অথবা পাঠক-সাধারণের সজাগ-সতর্কতার ফলে) কাল-অতিক্রমণের তেমন সুযোগ বা ~~[illegible]~~ সম্ভাবনা থাকেনা। অতিকায় আড়ম্বরের ঘটনা বর্ণনায় (বীরভাবের উল্লেখে) একই সঙ্গে অনৈতিহাসিকতা ও কালাতিক্রমণ[১০] যুক্ত হয়েছে। কিন্তু ছদ্মবেশে পুনর্গঠন বা তাদের চরিত্রচিত্রণে অনৈতিহাসিকতা থাকলেও তাকে কালবিরোধী বলা যাবেনা।

'কালানৌচিত্য' উপন্যাসের পক্ষে ক্ষতিকর। অযথা ও অতিরিক্ত কালের অনুপ্রবেশ বা পক্ষান্তরে কাহিনী ও চরিত্রের প্রকৃত রূপকে আড়াল করে। লেখকের ভাবনা সঠিকভাবে পাঠকমনে সঞ্চারিত হওয়া চাই। তার জন্য কালের অনুশাসন বা যুগানুকূলতা মেনে চলতে হয়। কালানৌচিত্য দোষ লেখক ও পাঠকের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করতে পারে।

পরিশেষে বলা যায়, বাস্তব সময়ের মতো উপন্যাসের সময়কেও ক্ষণিক ও স্থায়ীরূপে দেখতে পারি। ক্ষণিক মানবিক অনুভূতির স্থায়ী রূপদান ঔপন্যাসিকের কাজ। চিরন্তনতা ব্যাপারটি এমনভাবে সাময়িকতার সঙ্গে জড়িত এবং সাময়িকতা দ্বারা বিদীর্ণ যে সমগ্র উপস্থাপনা(Setting) জীবন-নাট্যের(Human Drama) বিশিষ্ট অর্থ হয়ে ওঠে। ঐতিহাসিক বা ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাসে অতীত যুগের জীবন-যাত্রার বর্ণাঢ্য প্রতিফলন ঘটে। নরনারীর জন্মগত প্রবৃত্তি ও আবেগ এবং তৎসঞ্জাত ক্রিয়াকলাপ সর্বদেশে ও সর্বকালে হুবহু এক না হলেও অনেকটা প্রায় একই রকমের। ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক আধ্যাত্মিকতার সমকালের আধারে সেই চিরন্তন সত্যেরই ছবি আঁকেন।

*****

॥ প্রথম অধ্যায় ॥

॥ সূত্র নির্দেশ ॥

১। ডঃ ধীরেন চট্টোপাধ্যায়, বাংলা উপন্যাসের শিল্পরীতি, পৃ. ৫ ।

২। W.H.Hudson, An Introduction to The Study of Literature/ P-130

৩। Walter Allen, The English Novel/ P-14

৪। ডঃ ধীরেন চট্টোপাধ্যায়, বাংলা উপন্যাসের শিল্পরীতি, পৃ. ৬ থেকে উদ্ধৃত ।

৫। দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ, সাহিত্যের আকাশ, পৃ. ১০৭ ।

৬। শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, সাহিত্য মীমাংসা, পৃ. ১২-১৩ ।

৭। দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ, সাহিত্যের আকাশ, পৃ. ৩-৫ থেকে গৃহীত ।

৮। ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য, এরিস্টটলের পোয়েটিক্স ও সাহিত্যতত্ত্ব, পৃ. ২৭০ ।

৯। মোহিতলাল মজুমদার, আধুনিক বাংলা সাহিত্য, মুখবন্ধ ।

১০। Ian Watt, The rise of the Novel/ PP-24-27

১১। ডঃ সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, উপন্যাসের তত্ত্ব ও বঙ্কিমচন্দ্র, পৃ. ১৮৩ ।

১২। Ian Watt, The rise of the Novel/PP-22-23

১৩। E.M. Forster, Aspects of the Novel/PP.35-46 (প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতিগুলি ঐ গ্রন্থ থেকে গৃহীত)

১৪। ডঃ রবীন্দ্র গুপ্ত, উপন্যাস প্রসঙ্গে, পৃ. ৭১ ।

১৫। Edwin Muir, The Structure of the Novel/P.61

১৬। R. Wellek & Austin Warren, Theory of Literature/P.215-219

১৭। ডঃ সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, উপন্যাসের তত্ত্ব ও বঙ্কিমচন্দ্র, পৃ. ১১৭-১২ (মূল বই দেখার সুযোগ হয়নি) থেকে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি ।

১৮। Hans ~~Me~~ Meyerhoff, Time in Literature(1955).

১৯। W.H.Hudson, An introduction to the Study of Literature/P-158

২০। সরোজ দত্ত, 'কালানৌচিত্য' (সাহিত্য কোষ|কথা সাহিত্য) অলোক রায় সং, পৃ. ৫২ ।